রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ৫, ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

আইন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১-১-১৪০৬ বঙ্গাব্দ/৪-৫-১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৯৬-আইন/৯৯/স্থাসবি/আইন-১/আর-২/৯৯/২০২—উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ২০ এর সহিত পঠিতব্য ধারা ৬৩ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

১। বিধিমালার নাম।—এই বিধিমালা উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৯৯ নামে অবিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন);

(খ) "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ বিধি ৫২ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল;

(গ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

মূল্য ঃ টাকা ১৫·০০

(ঘ) "নির্বাচন" অর্থ চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য নির্বাচন;

(ঙ) "নির্বাচনী দরখাস্ত" অর্থ বিধি ৫০ এর অধীন দাখিলকৃত কোন নির্বাচনী দরখাস্ত;

(চ) "নির্বাচনী এজেন্ট" অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৫ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচনী এজেন্ট;

(ছ) "নির্বাচিত প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি এই বিধিমালার অধীন চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন মর্মে ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে;

(জ) "পোলিং অফিসার" অর্থ একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ৯ এর অধীন নিযুক্ত কোন পোলিং অফিসার;

(ঝ) "পোলিং এজেন্ট" অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৬ এর অধীন নিযুক্ত পোলিং এজেন্ট;

(ঞ) "প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বৈধভাবে মনোনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখে বা তৎপূর্বে তাঁহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

(ট) "প্রার্থী" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যাহার নাম চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে;

(ঠ) "প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ" অর্থ প্রার্থিতা প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে বিধি ১১(১)(গ) এর অধীনে নির্ধারিত কোন তারিখ বা উহার পূর্বের যে-কোন তারিখ;

(ড) "প্রিজাইডিং অফিসার" অর্থ কোন ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ৯ এর অধীনে নিযুক্ত প্রিজাইডিং অফিসার;

(ঢ) "ফরম" অর্থ প্রথম তফসিলে বিধৃত কোন ফরম;

(ণ) "বাছাইয়ের তারিখ" অর্থ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বিধি ১১(১)(খ) এর অধীন নির্ধারিত তারিখ;

(ত) "ভোটার" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যাহার নাম, চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, বিধি ৫(১) এ উল্লেখিত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে, এবং সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, বিধি ৬(১) এ উল্লেখিত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে;

(থ) "ভোট গ্রহণের তারিখ" অর্থ বিধি ১১(১)(ঘ) এর অধীন নির্ধারিত ভোট গ্রহণের তারিখ বা তারিখসমূহ;

(দ) "ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষ" অর্থ ভোট কক্ষের মধ্যে রক্ষিত একটি ছোট টেবিলসহ এমন একটি পর্দা ঘেরা স্থান যেখানে একজন ভোটার অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া ব্যালট পত্রে ভোট চিহ্ন প্রদান করিতে পারে;

(ধ) "ভোটার তালিকা" অর্থ চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য যথাক্রমে বিধি ৫ ও ৬ এর অধীন প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা;

(ন) "মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ" অর্থ প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে বিধি ১১(১)(ক) এর অধীনে নির্ধারিত মনোয়ন পত্র দাখিলের তারিখ;

(প) "রিটার্নিং অফিসার" অর্থ বিধি ৭ এর অধীনে নিযুক্ত রিটার্নিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগকারী এবং তাহার দায়িত্ব পালনকারী কোন সহকারী রিটার্নিং অফিসারও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত;

(ফ) "সংরক্ষিত আসন" অর্থ আইনের ৬(১)(ঘ) ধারা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের জন্য নির্বাচিত বা নির্বাচনযোগ্য মহিলা সদস্যের পদ।

৩। **নির্বাচন কমিশনের সাধারণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা।**—(১) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন, আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং উহাতে বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(২) এই বিধিমালার অধীনে উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত হইলে উক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত দায়িত্ব পালন বা সহায়তা প্রদান করিবেন।

দ্বিতীয় ভাগ

নির্বাচন

৪। **মহিলা সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ।**—(১) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিটি উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, আইনের ৬(১)(ঘ) ধারা অনুসারে মহিলা সদস্য সংখ্যা নির্ধারণপূর্বক উহা নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করিবেন এবং নির্ধারিত সংখ্যা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে মহিলা সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ যাহাতে বিধি ১১(১) এর অধীন নির্বাচন তফসিল ঘোষণার অন্ততঃ ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সম্পন্ন হয় তাহা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবে।

৫। **চেয়ারম্যান নির্বাচনের ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার।**—(১) জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত আপাততঃ বলবৎ ভোটার তালিকার যে অংশ সংশ্লিষ্ট উপজেলা সংক্রান্ত, ভোটার তালিকার সেই অংশ চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হইবে; এবং কোন ব্যক্তির নাম উক্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচনে ভোট দিতে বা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(২) জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা উপজেলার অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহের জন্য যাহাতে পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) তে উল্লিখিত প্রতিটি এলাকার মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণের পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা থাকিতে হইবে।

৬। **মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার।**—(১) উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায়, যদি থাকে, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের একটি সমন্বিত তালিকা প্রণয়ন করিবেন বা উহা প্রণয়ন করাইবেন; এই তালিকাটি হইবে উপজেলা পরিষদের মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোটার তালিকা।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মহিলা ব্যতীত অন্য কেহ উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না বা উক্ত পদে নির্বাচন প্রার্থীও হইতে পারিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন ভোটার উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে নির্বাচনযোগ্য মহিলা সদস্য সংখ্যার সমসংখ্যক ভোট দিতে পারিবেন।

৭। **রিটার্নিং অফিসার।**—(১) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে একজন কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবেন।

(২) নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সরকার বা যে-কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) সহকারী রিটার্নিং অফিসার এই বিধির অধীন রিটার্নিং অফিসারের কার্যাবলী সম্পাদনে তাহাকে সহায়তা করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্তসাপেক্ষে, সহকারী রিটার্নিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৪) আইন এবং এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করা রিটার্নিং অফিসারের কর্তব্য হইবে।

৮। **চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোট কেন্দ্র ও ভোট কক্ষ।**—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত ভোট কেন্দ্রসমূহের একটি তালিকা প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত তালিকায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যে সকল এলাকার ভোটারগণ ভোট দান করিবেন সেই সকল এলাকার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন।

(২) মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, উপজেলা সদরে একটি ভোট কেন্দ্র থাকিবে, তবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশমত উপজেলা সদরে বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে অতিরিক্ত এক বা একাধিক ভোটকেন্দ্র থাকিতে পারে এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত ভোট কেন্দ্রের বা কেন্দ্রসমূহের নাম প্রেরণ করিবেন।

(৩) নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন প্রেরিত তালিকায় উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তনের পর উক্ত তালিকা চূড়ান্ত করিবে এবং ভোট গ্রহণের তারিখের অন্যূন পনের দিন পূর্বে এই চূড়ান্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে যে সকল এলাকার ভোটারগণ ভোটদান করিবেন সেই সকল এলাকার নামও চূড়ান্ত তালিকায় উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরও, বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন যে কোন ভোট কেন্দ্র পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (৩) এর অধীনে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোট কেন্দ্রের তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলার জন্য ভোট কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে এইরূপ স্থানকে ভোট কেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে না।

(৬) চেয়ারম্যান নির্বাচনে পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ যাহাতে পৃথক পৃথকভাবে ভোট দান করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট কক্ষের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৭) প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের প্রতিটি ভোট কক্ষে ভোট চিহ্ন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গোপন কক্ষ থাকিবে।

৯। **প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ।**—(১) রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এমন কোন ব্যক্তিকে প্রিজাইডিং অফিসার বা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হইবে না যিনি কোন প্রার্থীর অধীনে বা পক্ষে কর্মরত আছেন বা অনুরূপভাবে কোন সময় কর্মরত ছিলেন।

(২) আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন পরিচালনা করিবেন এবং ভোট কেন্দ্রের শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব তাহার উপর বর্তাইবে।

(৩) কোন ঘটনা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করিতে পারে বলিয়া মনে করিলে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারকে অবিলম্বে অবহিত করিবেন।

(৪) এই বিধিমালার অধীনে প্রিজাইডিং অফিসারের কর্তব্য পালনে তাহাকে সহায়তা প্রদান করা প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের কর্তব্য হইবে।

(৫) কোন পোলিং অফিসার তাহার কর্তব্য পালনের জন্য ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে সক্ষম না হইলে বা ব্যর্থ হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে এমন কোন ব্যক্তিকে পোলিং অফিসার নিয়াগ করিতে পারিবেন যিনি নিজে কোন প্রার্থী নহেন বা কোন প্রার্থীর সহিত সম্পর্কযুক্ত নহেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত পোলিং অফিসারের অনুপস্থিতি, জানা থাকিলে উহার কারণ এবং এইরূপ অনুপস্থিতির কারণে তদস্থলে অপর কোন ব্যক্তিকে নিয়োগের বিষয়, ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর যথাশীঘ্র রিটার্ণিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৬) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে না পারিলে বা সেখানে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, উক্ত প্রিজাইডং অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য রিটার্ণিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণের মধ্যে যে-কোন একজনকে ভোট গ্রহণ তারিখের পূর্বেই বা প্রয়োজনে উক্ত তারিখেও ক্ষমতা প্রদান করিবেন, এবং প্রিজাইডিং অফিসার তাহার উক্ত অনুপস্থিতি বা অক্ষমতার কারণ যথাশীঘ্র রিটার্ণিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৭) রিটার্ণিং অফিসার, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ভোট গ্রহণ চলাকালে যে কোন সময়, যে কোন প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসারকে তাহার দায়িত্ব পালন হইতে বিরত থাকিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

১০। **ভোটার তালিকা সরবরাহ।**—রিটার্ণিং অফিসার প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারকে উক্ত ভোট কেন্দ্রের ভোটারদের নাম সম্বলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবেন।

১১। **চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যদের জন্য নির্বাচন তফসিল।**—(১) চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ সম্বলিত নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করিবে, যথা ঃ—

(ক) মনোনয়পত্র দাখিলের তারিখ ও সময়; এই তারিখ উক্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখের অন্ততঃ সাত দিন পরের একটি তারিখ হইবে;

(খ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ ও সময়;

(গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ও সময়; এবং

(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ ও সময়, এই তারিখ প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ হইতে অন্ততঃ পনের দিন পরের একটি তারিখ হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচন কমিশন যথাযথ বিবেচনা করিলে, দেশের বিভিন্ন উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য, বা একই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচন তফসিল বা ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) নির্বাচন কমিশন উক্ত প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি রিটার্ণিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং রিটার্ণিং অফিসার ও সহকারী রিটার্ণিং অফিসার তাহাদেরকে নিজ নিজ কার্যালয় ও পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার পরিষদ এলাকায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে উক্ত অনুলিপি টাঙ্গাইয়া দিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন কোন উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সরকারী গেজেটে উক্তরূপ প্রজ্ঞাপন জারীর প্রয়োজন হইবে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, বাছাইয়ের তারিখ, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ ও ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি উপ-বিধি (২) এর উল্লেখিত নোটিশ বোর্ড ও স্থানসমূহে টাঙ্গাইয়া স্থানীয়ভাবে প্রকাশ করিবেন বা করা হইবে।

১২। মনোনয়নপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি।—প্রতিটি উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের আহ্বান জানাইয়া রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১১ এর অধীন নির্বাচন তফসিল ঘোষিত প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে যথাশীঘ্র একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিবেন।

১৩। মনোনয়ন।—(১) আইনের ধারা ৮ এর অধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার জন্য যোগ্যতা থাকিলে, বিধি ৬(১) এ উল্লেখিত ভোটার তালিকাভুক্ত যে কোন ভোটার, চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ভোটারের নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন।

(২) আইনের ধারায় এবং অধীনে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকিলে, বিধি ৬(৩) এ উল্লেখিত ভোটার তালিকাভুক্ত যে কোন মহিলা অপর একজন মহিলা ভোটারের নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন।

(৩) আইনের ৮ ধারার বিধান সাপেক্ষে, মনোনয়নপত্র—

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক' এ এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' তে দখিল করিতে হইবে;

(খ) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক দস্তখতকৃত হইতে হইবে; এবং

(গ) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করিতে হইবে, যথা ঃ—

(অ) বিধি ১৪ অনুসারে জামানতের টাকা জমা করার প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান অথবা ব্যাংকের রশিদ অথবা রিটার্নিং অফিসার হইতে প্রাপ্ত রশিদ; এবং

(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৮ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অনুসারে তিনি অযোগ্য নহেন মর্মে তাহার স্বাক্ষরিত প্রত্যায়ন।

(৪) চেয়ারম্যান অথবা মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন ভোটার প্রস্তাবকারী হিসাবে অথবা সমর্থনকারী হিসাবে একটির অধিক মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করিবেন না এবং যদি কোন ভোটার একাধিক মনোয়নপত্রে অনুরূপভাবে তাহার নাম ব্যবহার করেন তাহা হইলে এইরূপ মনোনয়নপত্রসমূহের মধ্যে যেটি প্রথম করা হইয়াছে সেটি ব্যতীত অন্য মনোয়নপত্র বাতিল হইবে।

(৫) প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত তারিখে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৪। **জামানত।**—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য দুই হাজার টাকা জমাদানের প্রমাণ স্বরূপ একটি ট্রেজারী চালান বা কোন ব্যাংকের রশিদ বা নগদ টাকা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত রশিদ মনোনয়নপত্রের সহিত জমা দিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হইলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১)-এ উল্লেখিত টাকা জমা দেওয়া না হইয়া থাকিলে রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবেন না।

(৩) রিটার্নিং অফিসার এই বিধির অধীনে নগদে বা অন্য কোনভাবে জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ' অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীনে নগদে টাকা জমা দেওয়া হইলে উহার স্বীকৃতিস্বরূপ রিটার্নিং অফিসার ফরম 'গ' তে একটি রশিদ প্রদান করিবেন এবং উক্ত টাকা সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারী বা ট্রেজারীর দায়িত্ব পালনকারী কোন ব্যাংক অথবা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন ব্যাংকের শাখায় জমা রাখিবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার অথবা ক্ষেত্রমত কোন প্রার্থী এই বিধির অধীনে "৬/১০৫১/০০০০/৮৪৭৩" খাতে টাকা জমা দিবেন।

১৫। **জামানত ফেরত বা বাজেয়াপ্তি।**—(১) কোন প্রার্থীকে জামানতের টাকা ফেরত দিতে হইলে, রিটার্নিং অফিসারের সীলসহ দস্তখতযুক্ত অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হইবে।

(২) কোন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হইলে, অথবা তিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিলে, বা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে তাহার প্রার্থী পদের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত উক্ত প্রার্থী বা তাহার প্রতিনিধিকে অনুরূপ বাতিল, প্রত্যাহার বা মৃত্যুর পর যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত জামানতের টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

(৩) ভোট গ্রহণ ও ভোট গণনা সমাপ্ত হইবার পর যদি দেখা যায় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন উহাতে প্রদত্ত মোট বৈধ ভোটের এক-অষ্টমাংশ (১/৮) অপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন তাহা হইলে তাহার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া পরিষদের তহবিলে জমা করা হইবে; এবং বিধি ৪২ এর অধীনে সরকারী গেজেটে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার ত্রিশ দিন

পর রিটার্নিং অফিসার বাজেয়াপ্তের আদেশ দিতে পারিবেন; উক্ত এক-অষ্টমাংশ গণনার ক্ষেত্রে ৫০ (অর্ধাংশ) বা তদাধিক ভগ্নাংশকে একটি পূর্ণ ভোট রূপে গণ্য করিতে হইবে।

(৪) কোন নির্বাচনের বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল করা হইলে, উক্ত দরখাস্ত চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কোন জামানত কোন প্রার্থীকে বা তাহার প্রতিনিধিকে ফেরত দেওয়া হইবে না বা উহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে না।

১৬। **নির্বাচনী প্রতীক।**—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রার্থী দ্বিতীয় তফসিল এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রার্থী তৃতীয় তফসিল-এ উল্লেখিত প্রতীকসমূহের মধ্যে তাহার পছন্দমত যে কোন একটি নির্বাচনী প্রতীক মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করিবেন।

(২) নির্বাচনী প্রতীক পছন্দের ক্ষেত্রে, প্রার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রিটার্নিং অফিসার, যতদূর সম্ভব তাহাদের পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উক্ত প্রতীক বরাদ্দ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে লটারীর মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং প্রতীক বরাদ্দের ব্যাপারে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) যদি চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রার্থী সংখ্যা দ্বিতীয় তফসিলে ও মহিলা সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা তৃতীয় তফসিলে প্রদত্ত তালিকায় উল্লেখিত প্রতীক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন উক্ত তালিকা দুইটিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নূতন প্রতীক সংযোজন করিবে।

১৭। **বাছাই।**—(১) প্রার্থীগণ, তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট, প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য একজন ব্যক্তি মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৩ এর অধীনে তাঁহার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং কোন মনোনয়নপত্রের ক্ষেত্রে উপস্থিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার তাঁহার নিজ উদ্যোগে, অথবা উপ-বিধি (১) এর উল্লেখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন, এবং যে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,

(ক) প্রার্থী চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য নহেন; অথবা

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী, চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিধি ১৩(১) অনুসারে, অথবা মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিধি ১৩(২) অনুসারে মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন নহেন; অথবা

(গ) বিধি ১৩ এবং ১৪ এর কোন বিধান পালন করা হয় নাই; অথবা

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক নহে ঃ—

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) কোন মনোনয়নপত্র বাতিল হইলে, ইহার জন্য উক্ত প্রার্থীর অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্র অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না;

(আ) গুরুতর প্রকৃতির নহে এইরূপ ত্রুটির কারণে রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং এইরূপ যে কোন ত্রুটি সংশোধনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে অনুমতি দিতে পারিবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকার কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার সময়ে উহাতে তাঁহার সিদ্ধান্ত লিখিয়া সহি করিবেন, এবং তিনি যদি উহা বাতিল করেন, তাহা হইলে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৮। **মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল**।—(১) যে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিল করা হইয়াছে সেই প্রার্থী, বাছাইয়ের তারিখের তিন দিনের মধ্যে, উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্বাচন কমিশন একজন সরকারী কর্মকর্তাকে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ করিবে, এবং বিধি ১১(১) এর অধীনে নির্বাচন তফসিল ঘোষণার প্রজ্ঞাপনেও উক্ত নিয়োগের বিষয় সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে পারে।

(৩) মনোনয়নপত্র বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আনীত আপীল, সরাসরিভাবে অথবা যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, উহা দায়েরের তারিখ হইতে তিন দিনের মধ্যে, আপীল কর্তৃপক্ষ নিষ্পত্তি করিবে এবং আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে; উক্ত কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে জানাইবেন।

১৯। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ**।—রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৭ এর অধীনে মনোনয়নপত্র বাছাই এর পর অথবা বিধি ১৮ এর অধীনে যদি কোন আপীল দায়ের করা হইয়া থাকে তবে উক্ত আপীলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, ফরম "ঘ" তে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন।

২০। **প্রার্থিতা প্রত্যাহার।**—যে প্রার্থীর নাম বিধি ১৯ এর অধীনে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, সেই প্রার্থী স্বয়ং বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রার্থীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিশ পদ প্রত্যাহারের তারিখে বা তৎপূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন; উক্ত তালিকাভুক্ত বাকী প্রার্থীগণ হইবেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী।

২১। **ভোট গ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু।**—ভোট গ্রহণের পূর্বে কোন সময়ে যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মৃত্যু হয় তাহ হইলে ভোট গ্রহণ অবশিষ্ট প্রার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

২২। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন।**—(১) যদি চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা শুধুমাত্র একজন হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার তাঁহাকে যথাযথভাবে নির্বাচিত প্রার্থী বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনের নিকট ফরম "ট" তে একটি রিটার্ণ দিবেন এবং তাঁহার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে উক্ত রিটার্ণ প্রকাশ করিবেন।

(২) যদি মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা উক্ত পরিষদের জন্য বিধি ৪ এর অধীনে নির্ধারিত মহিলা সদস্য সংখ্যার সমান হয়, তবে রিটার্নিং অফিসার উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনের নিকট ফরম "ট" তে একটি রিটার্ণ দিবেন ও তাহার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে উক্ত রিটার্ণ প্রকাশ করিবেন।

২৩। **প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন।**—(১) যদি কোন উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয় বা মহিলা সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা বিধি ৪ অনুযায়ী নির্ধারিত মহিলা সদস্য সংখ্যার অধিক হয়, তাহা হইলে ভোট অনুষ্ঠিত হইবে; এবং এতদুদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট পদের নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের তারিখের অন্ততঃ সাত দিন পূর্বে একটি নোটিশ তাহার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং তিনি উক্ত উপজেলার অন্যান্য যে সকল স্থানে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন সেই সকল স্থানে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সংশ্লিষ্ট পদের নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম এবং মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত তাহাদের ঠিকানা এবং বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম সম্বলিত তালিকা ফরম "ড" তে প্রস্তুতপূর্বক প্রকাশ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পরবর্তী তারিখে, নির্বাচন কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টের অনুরোধে তাহাকে ফরম "ড" তে প্রকাশিত তালিকার একটি অনুলিপি সরবরাহ করিবেন।

২৪। **ব্যালটের মাধ্যমে ভোট।**—কোন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হইলে, এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতিতে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

২৫। নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ।—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচনের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) নির্বাচনী এজেন্টের নিয়োগ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী লিখিতভাবে যে-কোন সময়ে বাতিল করিতে পারিবেন, এবং উহা এইরূপভাবে বাতিল করা হইলে অথবা নির্বাচনী এজেন্টের মৃত্যু ঘটিলে, উক্ত প্রার্থী তাহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

(৪) কোন নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগদান করা হইলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উক্ত নির্বাচনী এজেন্ট এর নাম, পিতা বা স্বামীর নাম ও ঠিকানাসহ অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) এই বিধির অধীনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ না করিলে, তিনি নিজেই তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পরিস্থিতি অনুসারে যতদূর সম্ভব, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং একজন নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে তাহার প্রতি এই বিধিমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

২৬। পোলিং এজেন্ট নিয়োগ।—(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বে, প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের প্রতি ভোট কক্ষের জন্য একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট লিখিতভাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট উপ-বিধি (১) অনুসারে নিয়োগকৃত যে-কোন সময়ে পোলিং এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে যখন ইহা বাতিল হয় কিংবা পোলিং এজেন্টের মৃত্যু হয় তখন উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন; এবং অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে লিখিতভাবে প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

২৭। ভোট গ্রহণের সময়সূচী।—রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোট গ্রহণের সময়সূচী নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত সময়সূচী সম্পর্কে তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে জনসাধারণকে নোটিশ দিবেন।

২৮। ব্যালট বাক্স।—(১) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সরবরাহ করিবেন, তবে উক্ত কেন্দ্রে একই সময়ে চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট গৃহীত হইলে দুই পদের জন্য দুইটি আলাদা ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে।

(২) ভোট কেন্দ্রের কোন ভোট কক্ষে ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে একই সময়ে একটির অধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ আধ ঘন্টা পূর্বে, প্রিজাইডিং অফিসার—

(ক) নিশ্চয়তা বিধান করিবেন যে, ব্যবহার্য প্রত্যেক ব্যালট বাক্স খালি রহিয়াছে ;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের মধ্যে যাহারা উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদিগকে খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবেন ;

(গ) খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবার পর তাহা বন্ধ করিয়া উহা বন্ধ ও সীলমোহরযুক্ত করিবেন ;

(ঘ) ভোটারগণ অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারেন এইরূপ ভোট কক্ষের সুবিধাজনক স্থানে ব্যালট বাক্স রাখিবেন যাহাতে বাক্সটি একই সময়ে তাঁহার নিজের এবং উপস্থিত প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের দৃষ্টির আওতায় থাকে।

(৪) ভোট গ্রহণকালে যদি একটি ব্যালট বাক্স পূর্ণ হইয়া যায় অথবা তাহা ব্যালট পেপার গ্রহণের জন্য আর ব্যবহার করা না যায়, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যালট বাক্স নিশ্ছিদ্র করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবেন এবং উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অন্য একটি বাক্স ব্যবহার করিবেন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রের প্রত্যেক ভোট কক্ষে ব্যালট পেপারে ভোট চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক গোপন কক্ষের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে প্রত্যেক ভোটার ব্যালট পেপার ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পূর্বে গোপনে ভোট চিহ্নিত করিতে সমর্থ হন।

২৯। ব্যালট পেপার ফরম।—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতীকসহ ব্যালট পেপার ফরম "চ" তে ছাপানো হইবে এবং উহাতে দ্বিতীয় তফসিলে প্রদত্ত সকল প্রতীক এবং বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীনে নির্বাচন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে তাহাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে।

(২) মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতীকসহ ফরম "চ১" এ ব্যালট পেপার ছাপানো হইবে এবং উহাতে তৃতীয় তফসিলে প্রদত্ত সকল প্রতীক এবং বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন নির্বাচন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে তাহাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে।

৩০। **মূলতবী ভোট গ্রহণ।**—(১) যদি কোন ভোট কেন্দ্রে কোন সময়ে ভোট গ্রহণ প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে বিঘ্নিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তিনি রিটার্নিং অফিসারকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়, সে ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার—

(ক) অনতিবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন ;

(খ) যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন লইয়া, নূতনভাবে ভোট গ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন ; এবং

(গ) যে স্থান বা স্থানসমূহে এবং যে সময়ের মধ্যে উক্তরূপ নূতন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে তাহাও নির্ধারণ করিবেন।

(৩) সকল ভোটারকে উপ-বিধি (২) এর অধীন গৃহীতব্য নূতন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভোট প্রদান করিতে দেওয়া হইবে, এবং উপ-বিধি (১) এর অধীন ভোট গ্রহণের সময়ে প্রদত্ত কোন ভোট গণনা করা হইবে না।

৩১। **ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ।**—(১) ভোট গ্রহণের দিন প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করিবেন; এবং ভোট কেন্দ্রে ভোটার ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কাহারো প্রবেশাধিকার থাকিবে না; যথা—

(ক) নির্বাচনের কাজে কর্তব্যরত কোন ব্যক্তি ;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট ও প্রত্যেক ভোট কক্ষের জন্য একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট ;

(গ) নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্দিষ্টভাবে অনুমতি প্রদত্ত ব্যক্তিবর্গ।

(২) একসঙ্গে যতজন ভোটারকে ভোট কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া সুবিধাজনক বলিয়া প্রিজাইডিং অফিসার বিবেচনা করিবেন ততজন ভোটারকে একই সময়ে ভোট কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষে একাধিক ভোটারকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না এবং প্রিজাইডিং অফিসার নিশ্চিত করিবেন যেন ভোটদানে গোপনীয়তা রক্ষা পায়।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে, তাঁহার নিজের ভোট চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য ব্যতীত, অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এজেন্সীর সদস্যগণ প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের ভিতরে বা বাহিরে কর্তব্যরত থাকিবেন এবং তাঁহারা প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশ অনুযায়ী ভোটারগণের ভোট কেন্দ্রে যাতায়াত ত্বরান্বিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করিবেন।

৩২। ভোট কেন্দ্রে শৃঙ্খলা রক্ষা।—(১) যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোট কেন্দ্রে অসদাচরণ করেন অথবা প্রিজাইডিং অফিসারের আইনসম্মত আদেশ পালনে ব্যর্থ হন সেই ব্যক্তিকে, প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশক্রমে কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বা তাঁহাকে অপসারণের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোট কেন্দ্র হইতে অপসারণ করা যাইতে পারে; এবং এইরূপে অপসারিত ব্যক্তি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত ঐদিন ভোট কেন্দ্রে আর প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) এইরূপে অপসারিত ব্যক্তি যদি কোন ভোট কেন্দ্রে কোন অপরাধ সংঘটনের অভিযুক্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৩) এই বিধির অধীন ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করা হইবে না যাহাতে ঐ ভোট কেন্দ্রে বা অন্য কোন ভোট কেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী কোন ভোটার তাহার ভোটদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন।

৩৩। ক্যানভাস করা।—(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণ ভোট গ্রহণের বেষ্টনীতে কোন ভোটারকে লক্ষ্য করিয়া বা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কোন বক্তব্য রাখিতে পারিবেন না, তবে নিম্নবর্ণিত কোন কারণবশতঃ কোন ভোটার সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন ঃ—

(ক) যে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই উপজেলার ভোটারদের তালিকায় তাহার নাম নাই ;

(খ) যে তালিকায় ভোটার হিসাবে তাঁহার নাম রহিয়াছে বলিয়া তিনি দাবী করিতেছেন তাহা মিথ্যা; অথবা

(গ) তিনি পূর্বে ভোট প্রদান করিয়াছেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে আপত্তি দাখিলকৃত হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার আপত্তির শুনানী গ্রহণ করিবেন এবং সরাসরি উহার উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৩৪। চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনে ভোটদান পদ্ধতি।—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, যখন ভোট প্রদানের জন্য কোন ভোটার ভোট কেন্দ্রে স্বয়ং উপস্থিত হন, তখন প্রিজাইডিং অফিসার ভোটারের পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার পর তাহাকে চেয়ারম্যান নির্বাচনের একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকাভুক্ত ভোটার ভোট প্রদানের জন্য যখন ভোট কেন্দ্রে স্বয়ং উপস্থিত হন, তখন প্রিজাইডিং অফিসার ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইবার পর উক্ত নির্বাচনের ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(৩) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে—

(ক) ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ ভোটার নম্বর এবং নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে ;

(খ) তাহার হাতের বৃদ্ধাংগুলে বা অন্য কোন আংগুলে অমোচনীয় কালির দ্বারা একটি চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে ;

(গ) তাহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইয়াছে তাহা নির্দেশের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটার নম্বর ও নামটি চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে ;

(ঘ) ব্যালট পেপারের পিছনে গোপন চিহ্ন (কোড মার্ক) সম্বলিত অফিসিয়াল বা সরকারী সীলমোহর এবং প্রিজাইডিং অফিসারের অনুস্বাক্ষর থাকিবে ;

(ঙ) প্রিজাইডিং অফিসার বালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটার নম্বর লিখিবেন এবং গোপন চিহ্ন (কোড মার্ক) সম্বলিত অফিসিয়াল সীলমোহর প্রদান করিবেন ;

(চ) ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটারের স্বাক্ষর অথবা টিপসহি গ্রহণ করিবেন।

(৪) ভোট গ্রহণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত গোপন চিহ্ন (কোড মার্ক) গোপন রাখা হইবে।

(৫) যদি কোন ভোটার অমোচনীয় কালির চিহ্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন অথবা যদি পূর্ব হইতে তাহার আংগুলে অনুরূপ চিহ্ন থাকে বা অনুরূপ চিহ্নের অবশিষ্টাংশ থাকে, তাহা হইলে সেই ভোটারকে কোন ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মহিলা সদস্য এবং চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন কোন ক্ষেত্রে যদি একই সময়ে ও একই ভোট কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভোটদানের উদ্দেশ্যে মহিলা সদস্য নির্বাচনের কোন ভোটারের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির একটি চিহ্ন বা উক্ত চিহ্নের অবশিষ্টাংশ থাকিলেও তাহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে।

(৬) ভোটার ব্যালট পেপার পাইবার পর—

(ক) অবিলম্বে ভোট চিহ্ন প্রদানের লক্ষ্যে গোপন কক্ষে যাইবেন ;

(খ) তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিতে চাহেন সেই প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত ব্যালট পেপারের সংশ্লিষ্ট স্থানটিতে; এবং তিনি মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোটার হইলে যে যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিতে চাহেন তাহাদের প্রতীক সম্বলিত ব্যালট পেপারের স্থানে বা স্থানসমূহে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত চৌকণবিশিষ্ট একটি রবারের সীলমোহর দ্বারা চিহ্নিত করিবেন ;

(গ) ব্যালট পেপারে উক্তরূপে চিহ্নিত করার পর উহা লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

(৭) ভোটার অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং তাঁহার ব্যালট পেপার নির্ধারিত ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পর অবিলম্বে ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করিবেন।

(৮) যদি কোন ভোটার অন্ধ হন অথবা অন্য কোন কারণে এইরূপ অসমর্থ হন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা ছাড়া ভোট প্রদান করিতে অপারগ, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাঁহাকে অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং ইহার পর উক্ত ভোটদাতা উক্ত ব্যক্তির সাহায্যে এই বিধিমালা অনুযায়ী ভোটার হিসাবে তাঁহার যাহা করা প্রয়োজনীয় বা যাহা করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি রহিয়াছে তা করিতে পারিবেন।

৩৫। আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার।—(১) ভোট দানের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির ব্যালট পেপার চাহিবার সময় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট যদি এই মর্মে দাবী করেন যে, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে, উক্ত ব্যক্তি ছদ্মবেশ ধারণের অপরাধ করিয়াছেন এবং যদি তিনি উক্ত অভিযোগ আদালতে প্রমাণ করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তিকে ছদ্মবেশ ধারণের ফলাফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া এবং ব্যালট পেপারের চেকমুড়িতে তাঁহার স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপসহি গ্রহণ করিয়া তাহাকে একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) যদি প্রিজাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা তৎকর্তৃক ফরম "ছ" তে প্রস্তুতকৃত তালিকায় (অতঃপর "আপত্তিকৃত" ভোটসমূহের তালিকা বলিয়া উল্লেখিত) লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার উপর উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপসহি গ্রহণ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধির অধীনে উত্থাপিত প্রতিটি আপত্তি বাবদ আপত্তিকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট নগদ দশ টাকা জমা না করিয়া থাকিলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্তরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রদত্ত ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক চিহ্নিত ও ভাঁজ করার পর তাহা একই অবস্থায় কোন ব্যালট বাক্সে রাখার পরিবর্তে "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" শিরোনামে লিখিত একটি পৃথক প্যাকেটে রাখা হইবে।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার তৎকর্তৃক উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত অর্থ রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার তাহা সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে বা ট্রেজারীর দায়িত্ব পালনকারী ব্যাংকের কোন শাখায় অথবা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কোন ব্যাংকের কোন শাখায় "১/০৬১১/০০০১/২৬৩১" খাতে জমা দিবেন।

৩৬। **নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার।**—(১) যদি কোন ভোটার অসাবধনতাবশতঃ তাহার ব্যালট পেপার এইরূপে ব্যবহার করেন যে, উহা বৈধ ব্যালট পেপার হিসাবে আর ব্যবহার করা যায় না, তাহা হইলে তিনি উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট অপর একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন; এবং যদি প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত অসাবধানতার বিষয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে অপর একটি ব্যালট পেপার প্রদান করার জন্য আদেশ প্রদান করিবেন; এবং নষ্ট ব্যালট পেপারটি প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরে বাতিল করা হইবে।

(২) যদি কোন ভোটার ব্যালট পেপার পাইবার পর তাহা ব্যবহার না করেন, তবে তিনি উহা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ফেরত দিবেন, এবং প্রিজাইডিং অফিসার উহা তাহার স্বাক্ষরে বাতিলে করিবেন।

(৩) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করার পর যদি তিনি উহা ব্যালট বাক্সে প্রবেশ না করান এবং যদি উহা ভোট কেন্দ্রের কোন স্থানে অথবা উহার নিকটে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরে উহা বাতিল করা হইবে।

(৪) উক্তরূপ নষ্ট এবং বাতিলকৃত সকল ব্যালট পেপার "............................. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য..........................টি নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার" লিখিত পৃথক প্যাকেটে রাখা হইবে এবং প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত প্যাকেট সীলমোহর করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

৩৭। **ভোট গ্রহণের সময় শেষ হওয়ার পর ভোট দান।**—ভোট গ্রহণ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যে ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর মধ্যে ভোট কেন্দ্র অবস্থিত, সেই ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর ভিতর উপস্থিত ব্যক্তিগণ, যাহারা ভোট প্রদান করেন নাই অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তাহারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করা অথবা ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

৩৮। **ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পর করণীয়।**—(১) ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিলে তাহাদের সম্মুখে প্রিজাইডিং অফিসার পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইবেন যে, ব্যালট বাক্স বা ব্যালট বাক্সসমূহে লাগানো সীলমোহর অক্ষত রহিয়াছে এবং এইরূপে নিশ্চিত হওয়ার পর ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহের মধ্যে হইতে সকল ব্যালট পেপার বাহির করিয়া লইবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহ হইতে ব্যালট পেপার বাহির করিয়া—

(ক) ব্যালট পেপারগুলি পৃথক করিয়া লইবেন ;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের পক্ষে সুস্পষ্টভাবে ভোট প্রদানের চিহ্নবিশিষ্ট ব্যালট পেপারগুলিকে নিম্নবর্ণিত ত্রুটিযুক্ত অবৈধ ব্যালট পেপার হইতে আলাদা করিবেন অর্থাৎ যে গুলিতে—

(অ) গোপন চিহ্ন সম্বলিত সরকারী সীলমোহর এবং প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষর নাই ; অথবা

(আ) প্রিজাইডিং অফিসারের অনুস্বাক্ষর ব্যতীত অন্য কোন লিখন আছে অথবা উক্ত সরকারী সীলমোহর এবং ভোট প্রদানের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন আছে অথবা কাগজের টুকরা বা যে কোন প্রকারর বস্তু সংযোজিত আছে; অথবা

(ই) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানের চিহ্ন নাই; অথবা

(ঈ) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যালট পেপারে একাধিক ভোট প্রদানের চিহ্ন আছে ; অথবা

(উ) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ব্যালট পেপারে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে নির্বাচনযোগ্য মহিলা সদস্য সংখ্যার অধিক সংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানে চিহ্ন আছে ; অথবা

(উ) এইরূপ স্থানে ভোট প্রদান চিহ্ন আছে যাহা হইতে ইহা স্পষ্ট হয় না যে কোন চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়া হইয়াছে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে ভোট চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি দেখা যায় যে, ভোট চিহ্নটির অর্ধাংশের বেশী উক্ত প্রার্থীর প্রতীকসম্বলিত স্থানের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং যে ক্ষেত্রে উক্ত ভোট চিহ্ন দুইজন প্রার্থীর

প্রতীকসম্বলিত স্থানের মধ্যে সমান দুইভাগে বিভক্ত হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যালট পেপার অবৈধ ব্যালট পেপার হিসাবে গণ্য হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, যদি দেখা যায় যে, উপরে (অ) হইতে (উ) তে বর্ণিত কারণে কোন ব্যালট পেপার অবৈধ নহে, অথচ—

(১) একটি ভোট চিহ্নের অর্ধাংশের বেশী কোন একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত স্থানে সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত প্রার্থীর অনুকূলে ভোটটি প্রদত্ত বলিয়া গণ্য হইবে ;

(২) উক্ত ভোট চিহ্ন দুইজন প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত স্থানের মধ্যে সমান দুইভাগে বিভক্ত, সে ক্ষেত্রে ভোটটি উক্ত প্রার্থীদ্বয়ের কাহারও অনুকূলে প্রদত্ত নহে বলিয়া গণ্য হইবে এবং অন্যান্য প্রার্থীর অনুকূলে সঠিকভাবে প্রদত্ত ভোটের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না ;

(৩) ভোট চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে কোন প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত স্থানেই বা ব্যালট পেপারের অন্যত্রই হউক তাহা হইলে উক্ত চিহ্ন কোন প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত ভোট হিসাবে গণনা করা যাইবে না, তবে সঠিকভাবে প্রদত্ত ভোট চিহ্নগুলি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর অনুকূলে গণনা করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের পর প্রিজাইডিং অফিসার "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" লেবেল লাগানো মোড়ক খুলিবেন এবং—

(ক) চেয়ারম্যান এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট চিহ্ন প্রদত্ত ব্যালট পেপারগুলি পৃথক পৃথক করিবেন; এবং

(খ) উপ-বিধি (২) এর দফা (খ) এর উপ-দফা (অ) হইতে (উ) তে বর্ণিত ত্রুটিযুক্ত ব্যালট পেপারগুলি আলাদা করিবেন।

৩৯। **ভোট গণনা এবং মোড়কে রক্ষণীয় কাগজপত্র।**—(১) বিধি ৩৮ এর বিধান অনুযায়ী ব্যালট পেপারসমূহ বাছাই করিবার পর প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিলে তাহাদের উপস্থিতিতে—

(ক) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে সঠিকভাবে প্রদত্ত ভোট আলাদা আলাদাভাবে গণনা করিবেন; এবং উক্ত "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" নামাংকিত মোড়কে রক্ষিত ব্যালট পেপারের মধ্যে যে সকল ভোট উক্ত প্রার্থীর বরাবরে সঠিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা প্রথমোক্ত ভোটের সহিত যোগ করিবেন ;

(খ) চেয়ারম্যানের জন্য ফরম "জ" এবং মহিলা সদস্যদের জন্য ফরম "জ১" এ বৈধ ভোট গণনার বিবরণী প্রস্তুত করিবেন ;

(গ) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে সকল আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার বৈধ এবং অবৈধ ভোট হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে সেই সকল ব্যালট পেপারকে দুইটি আলাদা মোড়কে রাখিবেন এবং উক্ত মোড়কে ভোট কেন্দ্রের নামসহ মোড়কে রক্ষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ও প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করিবেন; মোড়ক দুইটিকে "............................ উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান নির্বাচনে............................ ভোট কেন্দ্রে আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" নামাঙ্কিত একটি প্রধান মোড়কে রাখিয়া উহা সীলমোহরকৃত ও স্বাক্ষরযুক্ত করিবেন ;

(ঘ) মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার বৈধ ভোট এবং অবৈধ ভোট হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে সেইগুলিকে একই পদ্ধতিতে দুইটি আলাদা মোড়কে রাখিবেন; অতঃপর এই মোড়ক দুইটিকে "............... উপজেলা পরিষদের মহিলা সদস্য নির্বাচনে .... ভোট কেন্দ্রের আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" নামাঙ্কিত একটি প্রধান মোড়কে রাখিয়া উহা সীলমোহরকৃত করিবেন ;

(ঙ) উক্ত বিবরণীসমূহ, "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" নামাঙ্কিত মোড়ক এবং অন্যান্য কাগজপত্র ও দ্রব্যাদিসহ এই বিধির বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার—

(ক) প্রয়োজন মনে করিলে স্ব-উদ্যোগে ভোট পুনঃগণনা করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) তাহার বিবেচনা মতে কোন অনুরোধ অযৌক্তিক মনে না হইলে, গণনার সময় উপস্থিত আছেন এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা কোন নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টের অনুরোধে ভোট পুনঃগণনা করিতে পারিবেন।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার—

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের পদের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটগুলি পৃথক মোড়কে রাখিবেন ;

(খ) প্রতিটি মোড়ক সীলমোহর করিয়া মুখ বন্ধ করিবেন এবং যে প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহার নাম, নির্বাচনী প্রতীকের বিবরণী এবং ব্যালট পেপারের সংখ্যা মোড়কের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করিবেন ;

(গ) চেয়ারম্যান পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত ভোট সম্বলিত মোড়কগুলি একটি প্রধান মোড়কে রাখিবেন ;

(ঘ) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বৈধ ভোট চিহ্নবিশিষ্ট সকল ব্যালট পেপার একটি মোড়কে রাখিবেন এবং উহাতে সীলমোহর দ্বারা বন্ধ করিবেন, অতঃপর রক্ষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা উল্লেখ করতঃ উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(ঙ) উপ-দফা (গ) তে বর্ণিত প্রধান মোড়কটি সীলমোহর দ্বারা বন্ধ করিবেন এবং উহাতে রক্ষিত ছোট মোড়কের সংখ্যা নির্দেশ করিয়া প্রধান মোড়কের উপর স্বাক্ষর করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান এবং মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে সকল অবৈধ ব্যালট পেপার গণনা করা হয় নাই সেইগুলিকে পৃথক পৃথক মোড়কে রাখিবেন এবং মোড়কের উপরে উক্ত পদের নাম ও অবৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সীলমোহর দ্বারা বন্ধ করিয়া উহার উপর প্রিজাইডিং অফিসার স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নলিখিত কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি পৃথক পৃথক মোড়কে রাখিয়া উক্ত কাগজপত্র ও দ্রব্যাদির বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন ও মোড়কগুলি সীলমোহর করিবেন ঃ—

(ক) ইস্যুকৃত নহে এরূপ ব্যালট পেপারসমূহ (মুড়িসহ);

(খ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ;

(গ) নষ্ট এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ;

(ঘ) চিহ্ন প্রদত্ত ভোটার তালিকার অনুলিপিসমূহ;

(ঙ) ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িসমূহ;

(চ) আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা;

(ছ) সরকারী চিহ্ন, ভোট প্রদান চিহ্ন (সীল) এবং তাম্র সীল;

(জ) রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য কাগজপত্র এবং দ্রব্যাদি।

(৬) প্রিজাইডিং অফিসার চেয়ারম্যান এবং সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে ফরম 'ঝ' তে পৃথকভাবে ব্যালট পেপারের হিসাব প্রস্তুত করিবেন।

(৭) প্রিজাইডিং অফিসার এই বিধির অধীনে তৎকর্তৃক সীলমোহরকৃত ও স্বাক্ষরিত প্রতিটি বিবরণী এবং মোড়কের উপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন, যদি তাহারা উপস্থিত থাকেন ও স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন।

(৮) প্রিজাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্টের অনুরোধে তাহাকে চেয়ারম্যানের ব্যাপারে ফরম 'জ' এবং মহিলা সদস্যদের ব্যাপারে ফরম "জ ১"তে প্রস্তুতকৃত ভোট গণনার বিবরণীর সত্যায়িত কপি প্রদান করিবেন এবং অনুরূপভাবে উক্ত অনুরোধকারীকে ফরম "ঝ" তে প্রস্তুতকৃত ব্যালট পেপারের হিসাবের কপিও প্রদান করিবেন।

(৯) প্রিজাইডিং অফিসার অবিলম্বে তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত মোড়কসমূহ, ভোট গণনার বিবরণী, ব্যালট পেপার হিসাব এবং তৎকর্তৃক গৃহীত অন্যান্য রেকর্ড ও দ্রব্যাদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪০। চেয়ারম্যান নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরণ ও ঘোষণা ।—(১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসার ফরম "জ"তে প্রদত্ত বৈধ ভোটের বিবরণী এবং ফরম "ঝ"তে প্রদত্ত ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা তাহাদের নির্বাচন এজেন্টের উপস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রত্যেকের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটসমূহ, আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসমূহ সমেত, চেয়ারম্যানের জন্য ফরম "ঞ"তে একত্র করিবেন; এবং যে প্রার্থীর পক্ষে সর্বাধিক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(২) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, ভোট গণনার ফলাফল একত্রীকরণের পর যদি দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে, তবে রিটার্নিং অফিসার যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ পদ্ধতিতে অবিলম্বে লটারীর ব্যবস্থা করিবেন এবং লটারীর ফল যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে যায় সেই প্রার্থী সর্বাধিক সংখ্যক ভোট অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহাকে চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

(৩) যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট উপস্থিত থাকিবেন কেবলমাত্র তাহাদের উপস্থিতিতে লটারীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। রিটার্নিং অফিসার লিখিতভাবে লটারীর কার্যবিবরণী রেকর্ড করিবেন এবং তথায় সাক্ষী হিসাবে প্রার্থীগণের অথবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্টের স্বাক্ষর লইবেন যদি তাহারা স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছুক হন; এবং ফরম "ঞ"তে লটারীর ফলাফল লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) বিধি ৩০ এর উপ-বিধি(১) এর অধীনে যদি কোন ভোট কেন্দ্রের নির্বাচন বন্ধ ঘোষিত হয়, সে ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্ত উপজেলার অন্যান্য কেন্দ্রের ভোট গ্রহণের ফলাফল দ্বারা নির্বাচনের ফলাফল নিরূপিত হইয়াছে, তাহা হইলে বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (২) অনুসারে উক্ত স্থগিত কেন্দ্রের পুনঃ ভোট গ্রহণ ব্যতিরেকে, তবে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদণ সাপেক্ষে, যে প্রার্থী সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাহাকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন।

(৫) ফরম "ঞ"তে একত্রীকৃত ভোট গণনার বিবরণী রিটার্নিং অফিসার যথাযথভাবে সত্যায়িত করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের কিংবা তাহাদের নির্বাচনী পোলিং এজেন্টদেরকে কপি প্রদান করিবেন।

(৬) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ভোট গণনার চূড়ান্ত ফলাফল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ঠিকানা প্রদর্শনপূর্বক ফরম "ট"তে পূর্ণাঙ্গ বিবরণী অনতিবিলম্বে প্রকাশ করিবেন।

৪১। মহিলা সদস্য নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরণ ও ঘোষণা।—(১) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসার ফরম "জ ১"এ প্রদত্ত বৈধ ভোটের বিবরণী এবং ফরম "ঝ ১"এ প্রদত্ত ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা তাহাদের নির্বাচন এজেন্টের উপস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রত্যেকের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটসমূহ, আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসমূহ সমেত, মহিলা সদস্যের জন্য ফরম "ঞ১"তে একত্র করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে নির্বাচনযোগ্য মহিলা সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা প্রার্থীগণের অনুকূলে সর্বাধিক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে, সেই প্রার্থী বা প্রার্থীগণকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(৩) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, ভোট গণনার ফলাফল একত্রীকরণের পর যদি দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে সমান সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচনযোগ্য মহিলা সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে তাহাদের যে কোন একজনকে নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে, তবে রিটার্নিং অফিসার যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ পদ্ধতিতে অবিলম্বে লটারীর ব্যবস্থা করিবেন এবং লটারীর ফল যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে যায় সেই প্রার্থী সর্বাধিক সংখ্যক ভোট অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ হইবে এবং তাহাকে মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

(৪) যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট উপস্থিত থাকিবেন কেবলমাত্র তাহাদের উপস্থিতিতে লটারীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। রিটার্নিং অফিসার লিখিতভাবে লটারীর কার্যবিবরণী রেকর্ড করিবেন এবং তথায় সাক্ষী হিসাবে প্রার্থীগণের অথবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্টের স্বাক্ষর লইবেন এবং মহিলা সদস্যদের ক্ষেত্রে ফরম "ঞ১"এ লটারীর ফলাফল লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৫) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, যদি একাধিক ভোট কেন্দ্র থাকে এবং বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (১) এর অধীনে যদি কোন ভোট কেন্দ্রের নির্বাচন বন্ধ ঘোষিত হয়, সে ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্ত উপজেলার অন্যান্য কেন্দ্রের ভোট গ্রহণের ফলাফল দ্বারা নির্বাচনের ফলাফল নিরূপিত হইয়াছে, তাহা হইলে বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (২) অনুসারে উক্ত স্থগিত কেন্দ্রের পুনঃ ভোট গ্রহণ ব্যতিরেকে, তবে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, যে প্রার্থী বা প্রার্থীগণ সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাহাকে বা তাহাদিগকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন।

(৬) ফরম "ঞ১"এ একত্রীকৃত ভোট গণনার বিবরণী রিটার্নিং অফিসার যথাযথভাবে সত্যায়িত করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের কিংবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টদের কপি প্রদান করিবেন।

(৭) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ভোট গণনার চূড়ান্ত ফলাফল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম, ঠিকানা প্রদর্শনপূর্বক ফরম "ট"তে পূর্ণাঙ্গ বিবরণী অনতিবিলম্বে প্রকাশ করিবেন।

৪২। ফলাফল প্রকাশ।—নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত চেয়ারম্যান এবং মহিলা সদস্য প্রার্থীদের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত তথ্য "ট"তে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবেন; এবং নির্বাচন কমিশন উহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করাইবেন।

৪৩। দলিলপত্র সংরক্ষণ।—নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসার বিধি ৩৯ ও ৪০ এর অধীন তৎকর্তৃক প্রাপ্ত প্রস্তুতকৃত দলিলাদি সংরক্ষণ করিবেন।

৪৪। দলিলাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রদান।—(১) ব্যালট পেপার ব্যতীত বিধি ৪৩ এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সংরক্ষিত সকল দলিলাদি, প্রত্যেক দলিল বাবদ পাঁচ টাকা প্রদান করা হইলে, পরিদর্শনের জন্য অফিস চলাকালে উন্মুক্ত থাকিবে এবং উপ-বিধি (২) সাপেক্ষে উহার অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত দলিলাদির অনুলিপি গ্রহণের পূর্বে উহার প্রতি একশত শব্দ বা উহার ভগ্নাংশ বাবদ পাঁচ টাকা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) দলিলাদি পরিদর্শন বা অনুলিপি সরবরাহের দরখাস্তের সংগে প্রয়োজনীয় মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্প থাকিতে হইবে।

৪৫। **কাগজপত্রের ব্যবস্থাপনা।**—নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ হইতে তিন মাস অতিবাহিত হইলে, অথবা বিধি ৫০ এর অধীন কোন নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করা হইলে, তাহা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন যেরূপে নির্দেশ দিবেন সেইরূপ পদ্ধতিতে বিধি ৪৩ এর অধীন সংরক্ষিত দলিলপত্রের ব্যবস্থাপনা করা হইবে।

তৃতীয় ভাগ

নির্বাচনী ব্যয়

৪৬। **নির্বাচনী ব্যয়ের সংজ্ঞা।**—"নির্বাচনী ব্যয়" অর্থ প্রচারপত্র বা যে-কোন প্রকাশনার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে ভোটারগণের নিকট কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অভিমত, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উপস্থাপনের জন্য ব্যয়িত অর্থসহ তাহার নির্বাচন পরিচালনার জন্য উপহার, ঋণ, অগ্রিম, জমা বা অন্য যে কোনভাবে পরিশোধিত অর্থ, তবে এই সংজ্ঞায় বিধি ১৪ এর অধীন প্রদত্ত জামানত অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৪৭। **সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় এবং উৎসের বিবরণী।**—(১) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিনের পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রদর্শনপূর্বক ফরম "ঠ"তে একটি বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন, যথা ঃ—

(ক) নিজ আয় হইতে যে অর্থের সংস্থান করা হইবে এবং উক্ত আয়ের উৎস;

(খ) নিজ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে কর্জ বা তাহাদের স্বেচ্ছা প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ এবং তাহাদের আয়ের উৎস;

(গ) কোন প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন সংস্থা হইতে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ;

(ঘ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-বিধিতে "আত্মীয়-স্বজন" বলিতে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, এবং বোন বুঝাইবে।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উপ-বিধি (১) এর বিবরণীর সহিত ফরম "ড"তে তাহার সম্পত্তি, দায়-দেনা এবং আয়-ব্যয় এর একটি বিবরণী এবং উহার সহিত তিনি যদি আয়কর পরিশোধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার সর্বশেষ আয়কর রিটার্নের একটি কপি দাখিল করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসারের নিকট উপ-বিধি (১) এর অধীনে দাখিলকৃত বিবরণীর অনুলিপি এবং উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত রিটার্নের অনুলিপি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উপ-বিধি (১) এর অধীনে দাখিলকৃত বিবরণীতে বর্ণিত উৎসসমূহের বাহিরে অন্য কোন উৎস হইতে অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি এইরূপ অর্থ প্রাপ্তির ৩ (তিন) দিনের মধ্যে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ এবং উহার উৎস সম্পর্কে একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন এবং একই সঙ্গে উক্ত বিবরণীর অনুলিপি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরেও প্রেরণ করিবেন।

৪৮। নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা।—(১) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (২) এবং (৩) এ উল্লিখিত ব্যয় সীমার অতিরিক্ত কোন অর্থ একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে পরিশোধ করিতে পারিবেন না।

(২) একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত প্রার্থীর নির্বাচন বাবদ কোন অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে—

(ক) একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত খরচ বাবদ, চেয়ারম্যান নির্বাচনে অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনে অনধিক ১,০০০ (এক হাজার) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন;

(খ) কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট অর্থ খরচ করার জন্য নির্বাচনী এজেন্টের নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তিনি উক্ত অর্থ মনোহারী দ্রব্যাদি ও ডাকটিকিট ক্রয়, টেলিগ্রাম ও অন্যান্য ছোট খাটো খরচ বাবদ ব্যয় করিতে পারিবেন।

(৩) একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়, চেয়ারম্যান নির্বাচনে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইবে না; তবে উক্ত ব্যয়ের মধ্যে উপ-বিধি (২) এর শর্তাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিগত খরচ অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৪) উপ-বিধি (২) অথবা (৩) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অথবা উক্ত অর্থের কোন অংশ নিম্নবর্ণিত কোন কাজে ব্যবহার করা যাইবে না ঃ—

(ক) এক রঙ্গের অধিক রং ব্যবহার করিয়া পোষ্টার ছাপানো; অথবা

(খ) আমদানীকৃত কাগজ ব্যবহার করিয়া পোষ্টার অথবা অন্য যে-কোন প্রচারপত্র ছাপানো; অথবা

(গ) কোন গেট অথবা তোরণ নির্মাণ; অথবা

(ঘ) ৪০০ বর্গ ফুটের অধিক জায়গার উপর কোন প্যান্ডেল স্থাপন; অথবা

(ঙ) কাপড় ব্যবহার করিয় ব্যানার তৈরী; অথবা

(চ) একই সময়ে একই ইউনিয়নে একাধিক, এবং পৌরসভার একটি ওয়ার্ডে একাধিক শব্দযন্ত্র অথবা লাউড স্পীকার ব্যবহার; অথবা

(ছ) ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখের তিন সপ্তাহের পূর্ববর্তী কোন দিনে কোন উপায়ে নির্বাচনী প্রচারণা আরম্ভ; অথবা

(জ) প্রতি ইউনিয়নে বা পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রতি ওয়ার্ডে তিন এর অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প অথবা অফিস স্থাপন; অথবা

(ঝ) শোভাযাত্রা বাহির করিবার নিমিত্ত কোন স্থলযান বা নৌযান ব্যবহার; অথবা

(ঞ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে আলোকসজ্জা; অথবা

(ট) এক রঙের অধিক কোন প্রতীক অথবা প্রার্থীর প্রতিকৃতি ব্যবহার; অথবা

(ঠ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের নির্বাচনী প্রতীক প্রদর্শন।

(৫) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার পনের দিনের মধ্যে প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের হিসাব এবং উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন ব্যক্তি কোন অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকিলে তিনি উহার পরিমাণ এবং পরিশোধের বর্ণনা সম্বলিত একটি বিবরণী নির্বাচনী এজেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪৯। **নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী দাখিল।**—(১) বিধি ৪২ এর অধীনে নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হইবার তিরিশ দিনের মধ্যে প্রত্যেক নির্বাচনী এজেন্ট ফরম "ঢ"তে নির্বাচন ব্যয়ের একটি বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন; উক্ত বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ও সংযুক্ত থাকিবে—

(ক) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের দিন হইতে তিনি প্রত্যেকদিন যে অর্থ পরিশোধ করিয়াছেন উহার বিবরণীসহ পরিশোধিত অর্থের সপক্ষে বিল, রসিদ এবং ভাউচার;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচ যদি থাকে এর পরিমাণ এবং বিবরণ;

(গ) নির্বাচনী এজেন্ট জ্ঞাত আছেন এমন সকল বিতর্কিত দাবীর বিবরণ;

(ঘ) নির্বাচনী এজেন্ট জ্ঞাত আছেন এমন সকল অপরিশোধিত দাবীর বিবরণ;

(ঙ) প্রত্যেক উৎসের নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক নির্বাচন ব্যয়ের উদ্দেশ্যে যে-কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং উক্ত প্রাপ্তির স্বপক্ষে প্রমাণাদিসহ বিবরণ।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে দাখিলকৃত বিবরণীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট ফরম "ণ" বা ফরম "ণ-১" বা ফরম "ণ-২"তে একটি হলফনামা দাখিল করিবেন।

(৩) নির্বাচনী এজেন্ট উপ-বিধি (১) অনুযায়ী বিবরণী এবং উপ-বিধি (২) অনুযায়ী এফিডেভিট রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবার সময় উক্ত বিবরণী এবং এফিডেভিটের অনুলিপি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরেও প্রেরণ করিবেন।

চতুর্থ ভাগ

নির্বাচনী বিরোধ

৫০। **নির্বাচনী দরখাস্ত**।—(১) উপ-বিধি (২) এর অধীন দাখিলকৃত নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন আদালতে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না।

(২) যে-কোন প্রার্থী তিনি যে নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন সেই নির্বাচন সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করিয়া নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

৫১। **নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষগণ**।—কোন প্রার্থী তাহার দায়েরকৃত নির্বাচনী দরখাস্তে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে বিবাদী হিসাবে পক্ষভুক্ত করিতে পারেন, যথা—

(ক) সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী; এবং

(খ) অন্য যে কোন প্রার্থী যাহার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী আচরণের অভিযোগ দরখাস্তে আনা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই বিধিতে, "দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী আচরণ" অর্থ এই বিধিমালার পঞ্চম ভাগের তাৎপর্যাধীন "দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী আচরণ"।

৫২। **নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ**।—(১) নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত এলাকার জন্য একজন সাব-জজ বা তদূর্ধ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল নিযুক্ত করিবেন।

(২) বিধি ৬২ এর অধীনে দায়েরকৃত নির্বাচনী আপীল নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের সময় এবং উহাতে বর্ণিত এলাকার জন্য জেলা জজ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় একজন কর্মকর্তাকে নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ করিবে।

(৩) যে ব্যক্তিকে লইয়া ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে সেই ব্যক্তির স্থলে অন্য কোন ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত হইলে, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির সমক্ষে নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপীলের উপর বিচারকার্য চলিতে থাকিবে এবং ইতিপূর্বে রেকর্ডকৃত যে-কোন সাক্ষ্য রেকর্ডভুক্ত থাকিবে, এই ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে পরীক্ষাকৃত কোন সাক্ষীকে পুনরায় পরীক্ষা করার প্রয়োজন হইবে না।

৫৩। **নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপীল বদলীকরণের ক্ষমতা**।— নির্বাচন কমিশন নিজ উদ্যোগে অথবা পক্ষগণের কোন এক পক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে পেশকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে যে-কোন পর্যায়ে একটি নির্বাচনী দরখাস্ত এক ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য ট্রাইব্যুনালে অথবা একটি আপীল ট্রাইব্যুনাল হইতে অপর একটি আপীল ট্রাইব্যুনালে বদলী করিতে পারিবে এবং যে ট্রাইব্যুনালে বা আপীল ট্রাইব্যুনালে তাহা এইরূপে বদলী করা হয় সেই ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল উক্ত দরখাস্ত বা আপীল যে পর্যায়ে বদলী করা হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে উহার বিচারকার্য চালাইয়া যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত যে ট্রাইব্যুনালে বদলী করা হইয়াছে সেই ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে ইতিপূর্বে পরীক্ষিত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পুনরায় পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে আপীল ট্রাইব্যুনাল এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৫৪। **দরখাস্ত পেশকরণ পদ্ধতি**।—(১) নির্বাচিত প্রার্থীগণের নাম বিধি ৪২ এর অধীন সরকারী গেজেটে প্রকাশের পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল সমীপে নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

(২) নির্বাচনী দরখাস্ত প্রার্থী স্বয়ং কিংবা তাহার যথাযথ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে পেশ করিতে পারিবেন।

(৩) বিধি (১)এর অধীনে প্রত্যেকটি দরখাস্তের সাথে, উক্ত দরখাস্তের খরচ বাবদ জামানত হিসাবে সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে অথবা যে-কোন তফসিলী ব্যাংকের কোন শাখায় রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে "৬/১০৫১/০০০০/ ৪৮৭৩" খাতে ১,০০০ (এক হাজার) টাকা জমা করা হইয়াছে মর্মে একটি রশিদ থাকিতে হইবে।

(৪) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারকালে যে-কোন সময়ে, দরখাস্তকারীকে জামানত হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ জমা করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত অর্থও উপ-বিধি (৩)-এ বিধৃত পদ্ধতিতে দরখাস্তকারী জমা করিবেন; এবং নির্বাচনী দরখাস্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর রিটার্নিং অফিসার, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত খরচ কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিবেন।

(৫) নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিবার কারণ এবং প্রার্থিত প্রতিকার স্পষ্টরূপে ও সংক্ষিপ্ত আকারে নির্বাচনী দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে।

৫৫। প্রতিকার।—দরখাস্তকারী প্রতিকার হিসাবে নিম্নবর্ণিত যে-কোন ঘোষণা ও নির্দেশ দাবী করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিলযোগ্য এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোন প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন;

(খ) নির্বাচনটি সামগ্রিকভাবে বাতিল এবং সামগ্রিকভাবে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ;

(গ) কোন নির্দিষ্ট এক বা একাধিক ভোট কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল এবং উক্ত কেন্দ্রে বা কেন্দ্রসমূহের জন্য পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ, যদি উক্ত এক বা একাধিক কেন্দ্রের ফলাফলের উপর নির্বাচনের সামগ্রিক ফলাফল নির্ভরশীল হয়।

৫৬। দরখাস্ত স্বাক্ষর ও সত্যায়ন।—প্রত্যেকটি নির্বাচনী দরখাস্ত দরখাস্তকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং তাহা Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন Plaint সত্যায়নের জন্য ব্যবস্থিত পদ্ধতিতে সত্যায়িত হইতে হইবে।

৫৭। ট্রাইব্যুনালের অনুসরণীয় পদ্ধতি।—এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রত্যেকটি নির্বাচনী দরখাস্ত, Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন যে পদ্ধতিতে মোকদ্দমা বিচার করা হয়, যতদূর সম্ভব, উহার অনুরূপ পদ্ধতি মোতাবেক বিচার করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইবুন্যাল—

(ক) কোন সাক্ষীর জবানবন্দী চলাকালে তৎপ্রদত্ত বক্তব্য বা সাক্ষ্য সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উহার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবে; যদি না কোন সাক্ষীর পূর্ণ সাক্ষ্য গ্রহণের বিশেষ কারণ রহিয়াছে বলিয়া উহা বিবেচনা করে; এবং

(খ) কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে, যদি উহা বিবেচনা করে যে, তাঁহার সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ নহে অথবা বিচারকার্য বিলম্বিত করার অভিপ্রায় কোন তুচ্ছ কারণে তাঁহাকে (সাক্ষ্যদানের জন্য) ডাকা হইয়াছে।

৫৮। ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা।—Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন মোকদ্দমার বিচারকারী দেওয়ানী আদালতের যাবতীয় ক্ষমতা একটি ট্রাইব্যুনালের থাকিবে এবং উহা Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর section 480 ও 482 এর তাৎপর্যাধীন একটি দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৯। দরখাস্ত বিচার করা।—(১) ট্রাইব্যুনাল কোন নির্বাচনী দরখাস্ত পাইলে তৎসম্পর্কে সকল বিবাদীকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল, দরখাস্তকারীকে এবং হাজিরাদানকারী বিবাদীগণকে, যদি কেহ থাকেন, শুনানীর সুযোগ প্রদান এবং প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহণের পর উহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত আদেশ দিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন কিংবা সামগ্রিকভাবে কোন নির্বাচন বা নির্দিষ্ট ভোট কেন্দ্রের নির্বাচন ফলাফল বাতিল ঘোষণা করিবে না, যদি না ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই বিধিমালা পালনে ব্যর্থতা হেতু বা উহা লঙ্ঘনের কারণে নির্বাচনের ফলাফল গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

৬০। নির্বাচন আপীল দায়ের এবং আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ইত্যাদি।—(১) কোন নির্বাচনী দরখাস্ত নিষ্পত্তির বিষয়ে ট্রাইব্যুনাল কোন চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিলে, উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে, নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষভুক্ত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাহার নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল কোন নির্বাচনী দরখাস্ত নিষ্পত্তির ব্যাপারে যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন, সেই সকল ক্ষমতাসহ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীনে একটি দেওয়ানী আপীল আদালত কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা আপীল ট্রাইবুনালের থাকিবে এবং উহা এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে উক্ত Code এর বিধৃত পদ্ধতি যথাসম্ভব অনুসরণ করিবে,

৬১। নির্বাচনী দরখাস্ত ও আপীল প্রত্যাহার ও বাতিল।—(১) নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচন আপীলের বিচার চলাকালে যে-কোন সময়ে দরখাস্তকারী বা আপীলকারী বা তাহার নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহা প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারে।

(২) দরখাস্তকারী বা আপীলকারীর মৃত্যু হইলে যথাক্রমে নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচন আপীল বাতিল হইয়া যাইবে এবং উহার অরবির পুনর্বহাল করা যাইবে না।

৬২। খরচ।—ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল এই বিধিমালার অধীনে কোন চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিলে খরচ সম্পর্কে উহার বিবেচনামত যথোপযুক্ত আদেশও দিতে পারে এবং যেক্ষেত্রে উক্তরূপ খরচ দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় হয় সেই ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব, দরখাস্তকারী কর্তৃক জমাকৃত জামানত হইতে উক্ত খরচ পরিশোধ করা হইবে, এবং যদি দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় কোন খরচ ট্রাইব্যুনালের আদেশের ষাট দিনের মধ্যে দাবী করা না হয় তাহা হইলে জামানত হিসাবে জমাকৃত সমুদয় অর্থ, আবেদনক্রমে দরখাস্তকারীকে অথবা তাহার আইনানুগ প্রতিনিধিকে ফেরত প্রদান করা হইবে।

পঞ্চম ভাগ

অপরাধ, দন্ড এবং পদ্ধতি

৬৩। **দুর্নীতিমূলক আচরণ।**—(১) কোন ব্যক্তি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে এবং তদুপরি অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় দুর্নীতিমূলক আচরণের দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি—

(ক) উৎকোচগ্রহণ, ছদ্মবেশ ধারণ অথবা অসংগত প্রভাব খাটাইবার দায়ে দোষী হন; অথবা

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক বিধি ৪৭ এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লেখিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হইতে নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকেন; অথবা

(গ) বিধি ৪৮ বা বিধি ৪৯ এর কোন বিধান লংঘন করিয়া থাকেন; অথবা

(ঘ) অপর কোন প্রার্থীর নির্বাচনে উৎসাহ দান বা নির্বাচন সুগম করার উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থীর বা তাহার কোন আত্মীয়-স্বজনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে এইরূপ মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশ করেন যাহা শেষোক্ত প্রার্থীর নির্বাচনকে ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করে বা করিতে পারে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, বিবৃতিটি সত্য বলিয়া তাহার বিশ্বাস করার কারণ ছিল এবং তিনি তদ্রূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন; অথবা

(ঙ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে উক্ত প্রতীক উক্ত প্রার্থীকে বরাদ্দ করা হউক বা না হউক, মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশ করেন; অথবা

(চ) কোন প্রার্থীর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশ করেন; অথবা

(ছ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় জাতি, বর্ণ, ধর্মীয় গোষ্ঠী বা গোত্রভুক্ত হওয়ার কারণে তাহার পক্ষে ভোট দান বা তাহাকে ভোট দান হইতে বিরত থাকার জন্য কোন ব্যক্তিকে আহ্বান জানান বা প্ররোচিত করেন; অথবা

(জ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে সমর্থন দান করা বা তাহার বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্র হইতে কোন ভোটার আনা-নেয়ার জন্য কোন যানবাহন বা নৌযান ভাড়া দেন, ধার দেন, নিয়োজিত করেন, ভাড়া করেন, ধার নেন বা ব্যবহার করেন—

(অ) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি নিজেকে বা তিনি যেই পরিবারভুক্ত সেই পরিবারের কোন সদস্য ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্র হইতে আনা-নেওয়া করেন;

(আ) যেক্ষেত্রে ভোটার নিজেকে বা কতিপয় ভোটার নিজেদেরকে ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্র হইতে আনা-নেওয়া করেন; অথবা

(ঝ) ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত ও ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষমান কোন ব্যক্তিকে ভোট না দিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করেন বা করার উদ্যোগ নেন।

৬৪। **বেআইনী আচরণ**।—কোন ব্যক্তি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে এবং তদুপরি অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় বেআইনী আচরণের দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন প্রার্থীর নির্বাচন ত্বরান্বিত বা ব্যাহত করার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির বা নির্বাচন পরিচালনকারী রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারকে বিধি বহির্ভূত সহায়তা লাভ বা অর্জন করেন বা করার চেষ্টা করেন; অথবা

(খ) ভোটদানের জন্য যোগ্য না হন বা অযোগ্য বলিয়া জানা সত্ত্বেও কোন নির্বাচনে ভোটদান করেন বা ভোটদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন; অথবা

(গ) একই ভোট কেন্দ্রে একাধিকবার ভোট দেন অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন; অথবা

(ঘ) একই নির্বাচনে একাধিক ভোট কেন্দ্রে ভোট দেন অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন; অথবা

(ঙ) ভোট গ্রহণ চলাকালে ভোট কেন্দ্র হইতে ব্যালট পেপার সরাইয়া ফেলেন; অথবা

(চ) জ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে উপরি-উক্ত যে-কোন কার্য করিতে প্ররোচিত বা সহায়তা করেন; অথবা

(ছ) সুষ্ঠ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত নির্বাচন আচরণ বিধিমালার কোন বিধি লংঘন করেন।

৬৫। **উৎকোচ**।—কোন ব্যক্তি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে এবং তদুপরি অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় উৎকোচ গ্রহণের দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি নিজে কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে—

(ক) কোন নির্বাচনে ভোট দান করা বা ভোট দানে বিরত থাকা অথবা প্রার্থী হইতে কিংবা তাহা হইতে বিরত থাকার কারণে উৎকোচ গ্রহণ করেন বা করিতে সম্মত হন বা চুক্তিবদ্ধ হন; অথবা

(খ) কোন ব্যক্তিকে নিম্নরূপ উদ্দেশ্যে কোন উৎকোচ দেন, দেওয়ার প্রস্তাব করেন বা প্রতিশ্রুতি দেন, যথা—

(অ) অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে বা উহা হইতে বিরত রাখা, বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট দিতে বা দেওয়া হইতে বিরত রাখা, বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচন হইতে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করার জন্য প্ররোচিত করা; অথবা

(আ) কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বা উহা হইতে বিরত থাকার কারণে, বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট দেওয়া হইতে বিরত থাকার কারণে, বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার কারণে পুরস্কৃত করা।

ব্যাখ্যা।—এই বিধিতে "উৎকোচ" বলিতে আর্থিক বা অর্থে নিরূপণযোগ্য উৎকোচ অথবা আনুতোষিকের বিনিময়ে সর্ববিধ আপ্যায়ন বা নিযুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

৬৬। **ছদ্মবেশ ধারণ।**—কোন ব্যক্তি ছদ্মবেশ ধারণের দায়ে দোষী হইবেন যদি তিনি কোন জীবিত বা মৃত বা কাল্পনিক ব্যক্তির ছদ্মবেশে অন্য কোন ব্যক্তিরূপে ভোট দেন, বা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন।

৬৭। **অসংগত প্রভাব।**—কোন ব্যক্তি অসংগত প্রভাবের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি—

(ক) তিনি কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে ভোট দান করিতে বা উহা হইতে বিরত থাকিতে অথবা নির্বাচনের প্রার্থিতা হইতে বা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে—

(অ) কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগ, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন;

(আ) কোন জখম, ক্ষতি, অনিষ্ট বা লোকসান ঘটান বা ঘটাইবার ভীতি প্রদর্শন করেন, অথবা

(ই) কোন সাধু বা পীরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করার ভীতি প্রদর্শন করেন;

(ঈ) কোন ধর্মীয় দন্ড প্রদান করেন বা করার ভীতি প্রদর্শন করেন; অথবা

(উ) কোন সরকারী প্রভাব বা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেন;

(খ) তিনি, কোন ব্যক্তি ভোট দেওয়ার বা ভোট দেওয়া হইতে বিরত থাকা বা প্রার্থী হওয়ার বা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার কারণে, দফা (ক) তে উল্লিখিত যে-কোন কাজ করেন;

(গ) তিনি, মনুষ্য অপহরণ, বলপ্রয়োগ বা কোন প্রতারণামূলক কৌশল বা ফন্দির সাহায্যে—

(অ) কোন ভোটার কর্তৃক তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগের অসুবিধা সৃষ্টি বা বাধা দান করেন; অথবা

(আ) কোন ভোটারকে ভোট দান করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য বা প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা।—এই বিধিতে "ক্ষতি" বলিতে সামাজিক ভর্ৎসনা, একঘরেকরণ বা কোন বর্ণ বা সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬৮। **সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ**।—(১) কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণ তারিখ শুরু হওয়ার (মধ্যরাত) পূর্ববর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উক্ত উপজেলার মধ্যে কোন জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করিবেন না অথবা কোন মিছিলের আয়োজন করিবেন না বা উহাতে যোগদান করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর বিধানাবলী লঙ্ঘন করিলে তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে অথবা অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থ দন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬৯। **ভোট কেন্দ্রে বা উহার নিকটে ক্যানভাস করা নিষিদ্ধ**।—কোন ব্যক্তি ১ বৎসর কারাদন্ড এবং তদুপরি ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি, ভোট গ্রহণের দিনে ভোট কেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে,—

(ক) ভোটের জন্য ক্যানভাস করেন; অথবা

(খ) কোন ভোটারের নিকট ভোটের জন্য অনুরোধ করেন: অথবা

(গ) নির্বাচনে কোন ভোটারকে কোন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দান না করার জন্য প্ররোচিত করেন; অথবা

(ঘ) রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে, এবং ভোট কেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে কোন নোটিশ বা সঙ্কেত দেন বা নিশান বা পতাকা প্রদর্শন করেন কিংবা ভোটারগণকে ভোট প্রদানে নিরুৎসাহিত করেন।

৭০। **ভোট কেন্দ্রের নিকট উচ্ছৃঙ্খল আচরণ**।—কোন ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ডে এবং তদুপরি অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি নির্বাচনের তারিখে—

(ক) ভোট কেন্দ্রের মধ্যে শ্রবণযোগ্য কোন পদ্ধতিতে কোন মাইক, গ্রামোফোন, মেগাফোন, লাউডস্পীকার বা শব্দ পুনরুৎপাদন বা সম্প্রসারণের জন্য অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহার করে; অথবা

(খ) ভোট কেন্দ্রের মধ্যে অবিরতভাবে শোনা যায় এইরূপ চীৎকার করিতে থাকে;

(গ) এইরূপ কোন কাজ করেন—

(অ) যাহা ভোট কেন্দ্রে ভোট দানের জন্য আগত কোন ভোটারকে উত্যক্ত করেন বা বিরক্ত করেন; অথবা

(আ) যাহা কোন ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারের কর্তব্য পালনে বা অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে বাধা দান করে; অথবা

(ঘ) উপরিউক্ত যে-কোন কার্য সম্পাদনে সহায়তা দান করেন।

৭১। কাগজপত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা।—(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে এবং তদুপরি অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন; যদি তিনি—

(ক) কোন মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার বা কোন ব্যালট পেপারে সরকারী চিহ্ন ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত বা নষ্ট করেন; অথবা

(খ) কোন ব্যালট পেপার ইচ্ছাকৃতভাবে ভোট কেন্দ্রের বাহিরে লইয়া যান কিংবা যে ব্যালট পেপারটি ব্যালট বাক্সে রাখিবার জন্য তাহাকে প্রদান করা হইয়াছে সেই ব্যালট পেপারটি ব্যতীত অন্য কোন ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে রাখেন; অথবা

(গ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে—

(১) কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন; বা

(২) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের প্যাকেট নষ্ট, গ্রহণ, উন্মুক্ত বা উহাতে প্রকারন্তরে হস্তক্ষেপ করেন; বা

(৩) এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে সংযুক্ত কোন সীলমোহর ভাঙ্গিয়া ফেলেন; অথবা

(ঘ) কোন ব্যালট পেপার বা সরকারী চিহ্ন জাল করেন; অথবা

(ঙ) নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর যে কার্য পদ্ধতি চালু, পরিচালনা বা সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন উহাতে কোন বিলম্ব বা বাধা দান করেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, বা পোলিং অফিসার বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা নির্বাচনে কর্তব্যরত কোন ব্যক্তি যিনি উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অন্যূন তিন বৎসর কিন্তু অনধিক দশ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

৭২। ভোট গ্রহণের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ।—কোন ব্যক্তি অন্যূন ১ (এক) বৎসর কারাদন্ডে এবং তদুপরি অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন ভোটারের ভোটদানে হস্তক্ষেপ করেন বা করার চেষ্টা করেন;

(খ) যে প্রার্থীকে কোন ভোটার ভোট দিতে যাইতেছেন বা দিয়াছেন সেই প্রার্থী সম্পর্কে কোন ভোট কেন্দ্র হইতে যে-কোন পন্থায় তথ্য সংগ্রহ করেন বা করার চেষ্টা করেন; অথবা

(গ) যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে কোন ভোটার ভোট দিতে যাইতেছেন বা ভোট দিয়াছেন তার সম্পর্কে কোন ভোট কেন্দ্রে সংগৃহীত কোন তথ্য যে-কোন সময়ে আদান-প্রদান করেন।

৭৩। গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতা।—যদি কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ১ (এক) বৎসর কারাদন্ডে এবং তদুপরি অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি—

(ক) ভোট গ্রহণের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে অথবা রক্ষা করার জন্য সহযোগিতা করিতে ব্যর্থ হন; অথবা

(খ) কোন আইনের দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত সরকারী চিহ্ন, গোপন চিহ্ন (কোড মার্ক) ইত্যাদি সম্পর্কে কোন তথ্য ভোট গ্রহণ বন্ধ হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন; অথবা

(গ) কোন বিশেষ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হইয়াছে সেই ব্যালট পেপারের ভোট দাতা সম্পর্কে ভোট গণনার সময় বা পরবর্তীতে কোন তথ্য প্রকাশ করেন।

৭৪। সরকারী কর্মচারীগণ প্রার্থীগণের পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করিবেন না।—কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত কর্তব্য সম্পাদনকারী অন্য কোন অফিসার বা ব্যক্তি অথবা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোন সদস্য অন্যূন ১ (এক) বৎসর কারাদন্ডে এবং তদুপরি অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি কোন নির্বাচন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা অথবা কোন ভোট কেন্দ্রে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিয়া—

(ক) কোন ব্যক্তিকে ভোট দানে প্ররোচিত করেন;

(খ) কোন ব্যক্তিকে এই বিধিমালার বিধান অনুসারে ব্যতীত ভোটদান হইতে বিরত রাখেন;

(গ) কোন ব্যক্তির ভোট দানকে যে-কোন পন্থায় প্রভাবিত করেন; অথবা

(ঘ) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে অন্য কোন কাজ করেন।

৭৫। নির্বাচন সম্পর্কিত সরকারী কর্তব্য লঙ্ঘন।—রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটানিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার অথবা এই বিধিমালা দ্বারা বা তদধীনে নিয়োজিত অনুরূপ কোন অফিসার বা ব্যক্তি AbwaK ১ (এক) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থ দন্ডে কিংবা উভয় দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ন্যায়সংগত কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্য করিয়া বা না করিয়া উক্তরূপ কোন সরকারী কর্তব্য লঙ্ঘন করেন।

৭৬। সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার।—প্রজাতন্ত্রের কর্মে বা নির্বাচনী কর্মকান্ডে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে তাহার সরকারী মর্যাদার অপব্যবহার করিলে অন্যূন ১ (এক) বৎসর কারাদন্ডে এবং তদুপরি অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

৭৭। কতিপয় পরিস্থিতিতে পুলিশের ক্ষমতা।—একজন পুলিশ কর্মকর্তা—

(ক) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন, যদি উক্ত ব্যক্তি—

(অ) বিধি ৬৯ এর অধীন কোন অপরাধ করেন এবং সে কারণে যদি প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন;

(আ) বিধি ৩২ এর বিধান অনুযায়ী ভোট কেন্দ্র হইতে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অপসারিত হইবার পর ভোট কেন্দ্রে যে-কোন অপরাধ করেন;

(খ) যে-কোন নোটিশ, চিহ্ন, ব্যানার বা পতাকা সরাইয়া ফেলিতে পারেন, যদি উহা বিধি ৬৯ এর বিধান লংঘনক্রমে ব্যবহৃত হয়;

(গ) যে-কোন যন্ত্রপাতি জব্দ করিতে পারিবেন, যদি উহা বিধি ৭০(ক) এর বিধান লংঘনক্রমে ব্যবহৃত হয়, এবং উক্ত লংঘন রোধকল্পে যুক্তিসংগত বলপ্রয়োগসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেও পারিবেন।

৭৮। কতিপয় মামলার মেয়াদ।—বিধি ৬৩ বা ৬৪ এর অধীন অপরাধের জন্য কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, যদি না—

(ক) অপরাধটি সংঘটিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে, অথবা

(খ) যে নির্বাচনী অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে তাহা কোন নির্বাচনী দরখাস্ত সাপেক্ষে হইলে এবং কোন ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদান করিয়া থাকিলে, উক্ত আদেশের তারিখের তিন মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ ভাগ

বিবিধ

৭৯। অসুবিধা দূরীকরণ।—এই বিধিমালায় কোন বিধানে অস্পষ্টতা থাকিলে উহা দূরীকরণ বা উক্ত বিধান বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ দিতে পরিপত্র বা নির্দেশ জারী করিতে পারিবে।

৮০। ফরম ইত্যাদি সংশোধনসহ মুদ্রণ।—এই বিধিমালায় বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সাধারণভাবে বা বিশেষ পরিস্থিতি অনুসারে প্রথম তফসীলে বিধৃত ফরম প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ উহা মুদ্রণ করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

প্রথম তফসিল

ফরম 'ক'

[বিধি ১৩(৩) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

উপজেলা.. জেলা..

১। প্রার্থীর নাম..

২। প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম...

৩। প্রার্থীর বাসস্থানের ঠিকানা..

৪। প্রার্থী যে এলাকার ভোটার উহার নাম ও ভোটার নম্বর..

৫। প্রস্তাবকের নাম ও ঠিকানা..

৬। প্রস্তাবক যে এলাকার ভোটার উহার নাম ও ভোটার নম্বর..

৭। সমর্থকের নাম ও ঠিকানা..

৮। সমর্থক যে এলাকার ভোটার উহার নাম ও ভোটার নম্বর..

৯। প্রার্থী কর্তৃক পছন্দকৃত প্রতীক...

১০। ১৪(১) বিধি অনুসারে জমাকৃত টাকা..(অংকে) ....(কথায়) এর রশিদ/ট্রেজারী চালান/ব্যাংক রশিদ এই সংগে সংযোজন করা হইল।

১১। প্রস্তাবকের স্বাক্ষর অথবা টিপসহি এবং তারিখ...

১২। সমর্থকের স্বাক্ষর অথবা টিপসহি এবং তারিখ..

আমি উপরিউক্ত মনোনয়নে সম্মতি দান করিয়াছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আপাততঃ প্রচলিত আইন অনুসারে উপরোক্ত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হইবার অযোগ্য নহি।

তারিখ.. ....

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(ফরম 'ক' এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রত্যয়নপত্র
(রিটার্নিং অফিসার পূরণ করিবেন)

মনোনয়ন পত্রের ক্রমিক নম্বর...

....জেলার.......................................উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী জনাব/বেগম.. এর মনোনয়নপত্র... তারিখে.................................ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ.. ....

রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

মনোনয়নপত্র বাছাই এর প্রত্যয়নপত্র

প্রার্থী, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থকের যোগ্যতা যাচাই করিয়া আমি দেখিলাম যে, তাঁহারা চেয়ারম্যান নির্বাচনে যথাক্রমে প্রার্থী হইবার, মনোনয়নপত্র প্রস্তাব ও সমর্থন করিবার যোগ্য।

অথবা

আমি মনোনয়পত্রটি পরীক্ষা করিয়াছি। নিম্নলিখিত কারণে উহা প্রত্যাখান করা হইল ঃ

....

....

....

....

....

তারিখ... ....

রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

....

ক্রমিক নম্বর...

প্রাপ্তি স্বীকারপত্র

.... জেলার... উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচন প্রার্থী জনাব/বেগম.. এর মনোনয়নপত্র .... তারিখে ....ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়। মনোনয়নপত্র বাছাই.................................. তারিখে............................ হইতে.................................. ঘটিকার মধ্যে.................................স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

তারিখ.. ....

রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

[বিঃ দ্রঃ—প্রাপ্তি স্বীকারপত্র মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে প্রদান করিতে হইবে।]

ফরম 'ক১'

[বিধি ১৩(৩) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

উপজেলা.. জেলা..

১। প্রার্থীর নাম..

২। প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম..

৩। প্রার্থীর বাসস্থানের ঠিকানা...

৪। প্রার্থী যে ইউনিয়ন পরিষদের বা পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য/কমিশনার উহার নাম এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডসমূহের নম্বর এবং ভোটার নম্বর..

....

৫। প্রস্তাবকের নাম ও ঠিকানা..

৬। প্রস্তাবক যে ইউনিয়ন পরিষদের বা পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য/কমিশনার উহার নাম এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডসমূহের নম্বর এবং ভোটার নম্বর..

....

৭। সমর্থকের নাম ও ঠিকানা..

৮। সমর্থকের যে ইউনিয়ন পরিষদের বা পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য/কমিশনার উহার নাম এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডসমূহের নম্বর এবং ভোটার নম্বর..

....

৯। প্রার্থী কর্তৃক পছন্দকৃত প্রতীক...

১০। ১৪(১) বিধি অনুসারে জমাকৃত জামানাতের টাকা... (অংকে) .... (কথায়) টাকার রশিদ/ট্রেজারী চালান/ব্যাংক রশিদ এই সংগে সংযোজন করা হইল।

১১। প্রস্তাবকের স্বাক্ষর অথবা টিপসহি এবং তারিখ...

১২। সমর্থকের স্বাক্ষর অথবা টিপসহি এবং তারিখ...

আমি উপরিউক্ত মনোনয়নে সম্মতি দান করিয়াছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আপাততঃ প্রচলিত আইন অনুসারে উপরোক্ত উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার অযোগ্য নহি।

তারিখ...   ....

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(ফরম ক-১ এর ২য় পৃষ্ঠা)

মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রত্যয়নপত্র
(রিটার্নিং অফিসার পূরণ করিবেন)

মনোয়ন পত্রের ক্রমিক সংখ্যা..

....জেলার..উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য পদে নির্বাচন প্রার্থী বেগম.. এর মনোনয়নপত্র.. তারিখে............................... ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ......................................

....
রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

মনোনয়নপত্র বাছাই এর প্রত্যয়নপত্র

প্রার্থী, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থকের যোগ্যতা যাচাই করিয়া আমি দেখিলাম যে, উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনে যথাক্রমে প্রার্থী হইবার, মনোনয়নপত্র প্রস্তাব ও সমর্থন করিবার যোগ্য।

অথবা

আমি মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষা করিয়াছি। নিম্নলিখিত কারণে উহা প্রত্যাখান করা হইল ঃ

....
....
....
....
....

তারিখ......................................

....
রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

....

ক্রমিক নম্বর..

প্রাপ্তি স্বীকারপত্র

.... জেলার.................................. উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচন প্রার্থী বেগম.. এর মনোনয়নপত্র .... তারিখে ....ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়। মনোনয়নপত্র বাছাই............................... তারিখে.............................. হইতে................................. ঘটিকার মধ্যে...................................স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

তারিখ......................................

....
রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

[বিঃ দ্রঃ—প্রাপ্তি স্বীকারপত্র মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে প্রদান করিতে হইবে।]

ফরম 'খ'

[বিধি ১৪(৩) দ্রষ্টব্য]

জামানত বহির ফরম

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	যে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক	মনোনয়ন-পত্রের ক্রমিক সংখ্যা	জমাকৃত টাকার পরিমাণ	ট্রেজারী চালান/ব্যাংক রশিদের বিবরণ বা নগদ টাকায় প্রাপ্ত হইলে "গ" ফরমে প্রদত্ত রশিদের বিবরণ	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	নগদ জমার ব্যবস্থা এবং মন্তব্য (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

[বিঃ দ্রঃ—চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পদপ্রার্থীদের জন্য এই ফরমের ভিন্ন ভিন্ন শীট ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।]

ফরম 'গ'

[বিধি ১৪(৪) দ্রষ্টব্য]

জামানতের টাকা নগদে জমাদানকারীকে প্রদেয় রশিদ

	(এই অংশ জমাদানকারীকে প্রদান করিতে হইবে)
ক্রমিক সংখ্যা....................................	ক্রমিক সংখ্যা....................................
উপজেলার নাম....................................	উপজেলার নাম....................................
প্রার্থী নির্বাচনে পদের নাম..........................	চেয়ারম্যান/মহিলা সদস্য পদপ্রার্থী জনাব/বেগম
প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ (অংকে)......................	....
(কথায়)..	এর নিকট হইতে মোট টাকা.............(অংকে)
জমাদানকারীর নাম..................................	(কথায়)...টাকা
প্রার্থীর নাম..	বুঝিয়া পাইলাম এবং জামানত বহিতে............
জামানত বহিতে ক্রমিক সংখ্যা......................	ক্রমিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিলাম।
....	....
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহর
তারিখ....................................	তারিখ...

ফরম 'ঘ'

[বিধি ১৯ দ্রষ্টব্য]

.....................................জেলা, ...উপজেলা পরিষদ

চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে)	প্রার্থীর পিতার/স্বামীর নাম	ঠিকানা	মহিলা সদস্যের ক্ষেত্রে প্রার্থী যে ইউনিয়ন/পৌরসভার সদস্য/কমিশনার উহার নাম এবং যে ওয়ার্ডসমূহ হইতে নির্বাচিত
১	২	৩	৪	৫

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

১০।

স্থান.....................................

....

তারিখ..................................... রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

[বিঃদ্রঃ—অপ্রযোজ্যটি কাটিয়া দিন এবং চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য পদপ্রার্থীদের জন্য এই ফরমের ভিন্ন ভিন্ন শীট ব্যবহার করুন।]

ফরম 'ঙ'

[বিধি ২৩ (২) দ্রষ্টব্য]

.....................................জেলার ....উপজেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা।

[প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রকাশিতব্য]

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে)	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের ঠিকানা	বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম	মহিলা সদস্যের ক্ষেত্রে প্রার্থী যে ইউনিয়ন/পৌরসভার সদস্য/কমিশনার উহার নাম এবং যে ওয়ার্ডসমূহ হইতে নির্বাচিত
১	২	৩	৪	৫

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।

এতদ্বারা নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আগামী.......................................তারিখে সকাল ....হইতে বিকাল.......................ঘটিকা পর্যন্ত চেয়ারম্যান/মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হইবে।

স্থান....................................

তারিখ.. .... রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

[বিঃদ্রঃ—অপ্রযোজ্যটি কাটিয়া দিন এবং চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচন প্রার্থীদের জন্য এই ফরমের ভিন্ন ভিন্ন শীট ব্যবহার করুন।]

ফরম 'চ'

[বিধি ২৯(১) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার
ক্রমিক সংখ্যা..	১। (প্রতীক)..
উপজেলার নাম..	২। (প্রতীক)..
ভোটার তালিকায় ভোটার	৩। (প্রতীক)..
ক্রমিক নাম্বার..	৪। (প্রতীক)..
	৫। (প্রতীক)..
	৬। (প্রতীক)..
	৭। (প্রতীক)..
ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি	৮। (প্রতীক)..
(অফিসিয়াল/সরকারী সীল)	৯। (প্রতীক)..
	১০। (প্রতীক)..

ফরম 'চ-১'

[বিধি ২৯(২) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার
ক্রমিক সংখ্যা..	১। (প্রতীক)..
উপজেলার নাম..	২। (প্রতীক)..
ভোটার তালিকায় ভোটার	৩। (প্রতীক)..
ক্রমিক নাম্বার..	৪। (প্রতীক)..
	৫। (প্রতীক)..
	৬। (প্রতীক)..
ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি	৭। (প্রতীক)..
(অফিসিয়াল/সরকারী সীল)	৮। (প্রতীক)..
	৯। (প্রতীক)..
	১০। (প্রতীক)..

ফরম 'ছ'

[বিধি ৩৫(২) দ্রষ্টব্য]

আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা

.... জেলার ....উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচন

ভোট কেন্দ্র.. ইউনিয়ন..

ক্রমিক নম্বর	ভোটারের নাম	ভোটার যে এলাকার ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়াছেন তাহার নাম (মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নম্বর ইত্যাদি)	ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বর	আপত্তিকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর/টিপ সহি	আপত্তিকৃত ব্যক্তির ঠিকানা	সনাক্তকারী যদি থাকে তাহার নাম ও ঠিকানা	আপত্তিকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, আপত্তিকৃত প্রত্যেক ভোট বাবদ দশ টাকা হারে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আদায়কৃত মোট.................................. টাকা রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে।

স্থান..

তারিখ.......................................

....

প্রিজাইডিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

[বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন এবং চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য এই ফরমের ভিন্ন ভিন্ন শীট ব্যবহার করুন।]

ফরম 'জ'

[বিধি ৩৯(১)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

..................................উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী

..................................ভোট কেন্দ্র ....ইউনিয়ন ....জেলা

ক্রমিক নং	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতীক	আপত্তিকৃত ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা			অবৈধ/বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত বৈধ ভোট	মোট বৈধ ভোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫
১।						
২।						
৩।						
৪।						
৫।						
৬।						
৭।						
৮।						
৯।						
১০।						

স্থান..

তারিখ..

....

প্রিজাইডিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

ফরম 'জ১'

[বিধি ৩৯(১)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

....উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী

....................................ভোট কেন্দ্র ....ইউনিয়ন ....জেলা

ক্রমিক নং	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতীক	আপত্তিকৃত ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা			অবৈধ/বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত বৈধ ভোট	মোট বৈধ ভোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫
১।						
২।						
৩।						
৪।						
৫।						
৬।						
৭।						
৮।						
৯।						
১০।						
১১।						
১২।						
১৩।						
১৪।						
১৫।						

তারিখ.......................................

....

প্রিজাইডিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

ফরম 'ঋ'

[বিধি ৩৯(৮) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনে ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী

ভোট কেন্দ্র...

উপজেলা...

জেলা...

১। ভোট কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ঃ

.... হইতে..

২। ভোট গ্রহণ শেষ হইবার পর অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ঃ

.... হইতে..

৩। প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (ক্রমিক নং ১ অনুসারে) ঃ

....

৪। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (ক্রমিক নং ২ অনুসারে) ঃ

....

৫। ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা (ক্রমিক নং ৩ হইতে ক্রমিক নং ৪ বিয়োগ) ঃ

....

৬। নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ঃ

....

৭। ব্যালট বাক্সে যে পরিমাণ ব্যালট পেপার থাকা উচিত উহার সংখ্যা
(ক্রমিক নং ৫ হইতে ক্রমিক নং ৬ বিয়োগ) ঃ

....

৮। ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ঃ

....

৯। গণনা হইতে বাদ দেওয়া মোট অবৈধ/বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যা ঃ

....

তারিখ...

....

....
প্রিজাইডিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

[বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ (শিরোনামে) কাটিয়া দিন এবং চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য এই ফরমের ভিন্ন ভিন্ন শীট ব্যবহার করুন।]

ফরম 'ঞ'

[বিধি ৪০(৩) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত গণনার ফলাফলের একত্রীকৃত বিবরণী।

.....................................উপজেলা জেলা.....................................

ক্রমিক সংখ্যা	ভোট কেন্দ্র	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত (আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ) মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা					প্রতি ভোট কেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা			লটারীর ফলাফল ও রিটার্ণিং অফিসারের স্বাক্ষর
		প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	বৈধ	অবৈধ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
সর্বমোট										

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম... পিতা/স্বামী..
ঠিকানা...উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে সর্বাধিক ভোটে/সর্বাধিক ভোট ও লটারী এর ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়াছেন।

তারিখ ঃ...................................

স্থান..

....

রিটার্ণিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

লটারীর ক্ষেত্রে সাক্ষীর দস্তখত (ইচ্ছুক প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্টগণের)

১।
২।
৩।

ফরম 'ঞ১'

[বিধি ৪১(৪) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদ সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত গণনার ফলাফলের একত্রীকৃত বিবরণী।

....উপজেলা জেলা..

ক্রমিক সংখ্যা	ভোট কেন্দ্র	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত (আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ) মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা					প্রতি ভোট কেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা			লটারীর ফলাফল ও রিটার্ণিং অফিসারের স্বাক্ষর
		প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	বৈধ	অবৈধ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
সর্বমোট										

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম.. পিতা/স্বামী..
ঠিকানা...উপজেলা পরিষদ সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট/সর্বাধিক ভোট ও লটারী এর ভিত্তিতে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

তারিখ ঃ.................................

স্থান...

....
রিটার্ণিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

লটারীর ক্ষেত্রে সাক্ষীর দস্তখত (ইচ্ছুক প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্টগণের)

১।
২।
৩।

[বিঃ দ্রঃ—প্রার্থী সংখ্যা বেশী হইলে ভিন্ন ভিন্ন শীট ব্যবহার করুন]

ফরম 'ট'
[বিধি ২২, ৪০(৬) ও ৪১(৭) দ্রষ্টব্য]

জেলা...

....উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/মহিলা সদস্য পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়/প্রতিদ্বন্দ্বিত নির্বাচনে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/প্রার্থীদের তালিকা

ক্রমিক নং	নির্বাচিত ঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/প্রার্থীগণের নাম ও পিতা/স্বামীর নাম (মনোনয়নপত্রে যেরূপ দেওয়া হইয়াছে)।	ঠিকানা (মনোনয়নপত্রে যেরূপ দেওয়া হইয়াছে)	মন্তব্য
১	২	৩	৪

তারিখ..............................

....
রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

[বিঃ দ্রঃ—অপ্রযোজ্য অংশ (শিরোনামে) কাটিয়া দিন এবং চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য এই ফরমের ভিন্ন ভিন্ন শীট ব্যবহার করুন]

ফরম 'ঠ'

[বিধি ৪৭(১) দ্রষ্টব্য]

চেয়ারম্যান/মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের নিমিত্তে নির্বাচন ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী।

জেলা.. উপজেলা.. এর
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম.. প্রতিদ্বন্দ্বী
প্রার্থীর ঠিকানা..

প্রথম অংশ—ব্যক্তিগত আয় হইতে সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আয়ের উৎসসমূহ

দ্বিতীয় অংশ—আত্মীয়-স্বজন হইতে কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়ের নাম	আত্মীয়ের ঠিকানা	সম্পর্কের বিবরণ	আত্মীয়ের আয়ের উৎস
১	২	৩	৪	৫

তৃতীয় অংশ—আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান হিসাবে প্রাপ্তব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়ের নাম	আত্মীয়ের ঠিকানা	সম্পর্কের বিবরণ	আত্মীয়ের আয়ের উৎস
১	২	৩	৪	৫

(ফরম ঠ এর ২য় পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অংশ—আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে কর্জ বাবদ প্রাপ্ত সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা
১	২	৩

পঞ্চম অংশ—আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে স্বতঃস্ফূর্ত দান বাবদ প্রাপ্তব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা
১	২	৩

ষষ্ঠ অংশ—প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থা/সমিতি/এসোসিয়েশন কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্ত দান বাবদ প্রাপ্তব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থা/ এসোসিয়েশন/সমিতির নাম	প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থা/ এসোসিয়েশন/সমিতির ঠিকানা
১	২	৩

সপ্তম অংশ—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অংশ ব্যতীত অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্তব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	উৎসসমূহের নাম/বিবরণ	উৎসসমূহের ঠিকানা
১	২	৩

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি.......................................

তারিখঃ..

ফরম 'ড'

[বিধি ৪৭(২) দ্রষ্টব্য]

জেলা..উপজেলা..এর

চেয়ারম্যান/মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের নিমিত্তে সম্পত্তি ও দায়-দেনা এবং আয় ও ব্যয়ের বিবরণী।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম

....প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর

ঠিকানা...

প্রথম অংশ ঃ স্থাবর সম্পত্তি (বাড়ী ব্যতীত)

মোট আয়তন	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য

দ্বিতীয় অংশ ঃ বাড়ীঘর

গৃহের প্রকৃত সংখ্যা	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য

তৃতীয় অংশ ঃ অন্যান্য সম্পত্তি

অন্যান্য সম্পত্তি যেমন সিকিউরিটি, বন্ড, ব্যাংক রক্ষিত অর্থ ইত্যাদি	আনুমানিক মূল্য

চতুর্থ অংশ ঃ দায়-দেনা

দায়-দেনার প্রকৃতি ও বিবরণ	আনুমানিক মূল্য

পঞ্চম অংশ ঃ বার্ষিক আয় ও ব্যয়

মোট আনুমানিক বার্ষিক আয়	আনুমানিক মূল্য

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর স্বাক্ষর...................................

তারিখ...................................

ফরম 'ঢ'

[বিধি ৪৯(১) দ্রষ্টব্য]

....জেলার.............................উপজেলা চেয়ারম্যান/মহিলা-সদস্য পদে নির্বাচনের নিমিত্তে নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম.. নির্বাচন এজেন্টের নাম ....

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা.. নির্বাচন এজেন্টের ঠিকানা..

প্রথম অংশ ঃ নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব

যে তারিখে খরচ করা হয় অথবা অনুমোদন প্রাপ্ত হয়	ব্যয়ের প্রকৃতি	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ			অর্থ পরিশোধের তারিখ	অর্থ পরিশোধ-কারীর নাম ও ঠিকানা	পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে ভাউচার-সমূহের ক্রমিক নং	অপরিশোধিত বিলসমূহের ক্রমিক নং (যদি থাকে)	অপরিশোধিত অর্থ যে ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধযোগ্য তাহার নাম ও ঠিকানা
		পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (ক)	অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (খ)	ক ও খ এর সমষ্টি					
১	২	৩			৪	৫	৬	৭	৮

(ফরম ট এর ২য় পৃষ্ঠা).

দ্বিতীয় অংশ ঃ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয়ের হিসাব

যে তারিখে ব্যয় করা হইয়াছে	ব্যয়ের প্রকৃতি	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ			অর্থ পরিশোধের তারিখ	অর্থ পরিশোধ-কারীর নাম ও ঠিকানা	পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে ভাউচার-সমূহের ক্রমিক নং	পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে (যদি থাকে) বিলসমূহের ক্রমিক নং	অপরিশোধিত অর্থ যে ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধযোগ্য তাহার নাম ও ঠিকানা
		পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (ক)	অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (খ)	ক ও খ এর যোগফল					
১	২	৩			৪	৫	৬	৭	৮

(ফরম ট এর ৩য় পৃষ্ঠা)

তৃতীয় অংশ ঃ বিতর্কিত দাবীর হিসাব

যে তারিখে দাবী উপস্থাপিত হয়	দাবীকারীর নাম এবং ঠিকানা	দাবীর প্রকৃতি	দাবীর পরিমাণ	যে কারণে দাবীকৃত অর্থ বিতর্কিত
১	২	৩	৪	৫

চতুর্থ অংশ ঃ দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থের হিসাব

যে তারিখে দাবী উপস্থাপিত হয়	দাবীকারীর নাম এবং ঠিকানা	অপরিশোধিত দাবীর প্রকৃতি	দাবীকৃত পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	দাবীকৃত অর্থ যে কারণে অপরিশোধিত রহিয়াছে
১	২	৩	৪	৫

পঞ্চম অংশ ঃ নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অর্থ ইত্যাদির হিসাব

যে তারিখে নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক অর্থ সিকিউরিটি অথবা উক্ত অর্থের সমতুল্য কিছু প্রাপ্ত হইয়াছে	যে ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থ ইত্যাদি গৃহীত হয় তাহাদের নাম এবং ঠিকানা	অর্থের পরিমাণ অথবা সিকিউরিটির মূল্য	যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্থ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়
১	২	৩	৪

....

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

ফরম 'ণ'

[বিধি ৪৯(২) দ্রষ্টব্য]

যে ক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা

আমি...(নাম).. জেলার....................................উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য পদে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধচিত্তে) এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি স্বয়ং আমার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। নির্বাচন চলাকালীন সময়ে অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা জামানত বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী এবং সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীতে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং উক্ত বিবরণীর সহিত দাখিলকৃত সকল ভাউচার, বিল এবং অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ আমার জ্ঞান এবং বিশ্বাসমতে সত্য এবং নির্ভুল।

তারিখ ঃ.................................

....

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

জনাব/বেগম..ঠিকানা

....কে যিনি জনাব/বেগম

....ঠিকানা...কর্তৃক

সনাক্ত হইয়া অদ্য..............................তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধচিত্তে) উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

....

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক এর স্বাক্ষর।

ফরম 'গ-১'

[বিধি ৪৮(২) দ্রষ্টব্য]

নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করা হইলে সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা

আমি...(নাম)... উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য পদে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধচিত্তে) এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে,

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি জনাব/বেগম... ঠিকানা..কে আমার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিয়াছি। ব্যক্তিগত ব্যয় ছাড়া নির্বাচন চলাকালীন সময়ে অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা জামানত বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী এবং সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচন ব্যয়ের বিবরণীর সহিত প্রদত্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যয়ের যাবতীয় তথ্য উপরিউক্ত নির্বাচনী এজেন্টকে আমি সরবরাহ্ করিয়াছি। উক্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং নির্ভুল।

৩। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীতে বর্ণিত অন্যান্য সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ ঃ...................................

....

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

জনাব/বেগম...ঠিকানা

....কে যিনি জনাব/বেগম

....ঠিকানা...

কর্তৃক সনাক্ত হইয়া অদ্য...তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধচিত্তে) উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

....

ম্যাজিষ্ট্রেট/নোটারী পাবলিক এর স্বাক্ষর।

ফরম 'গ-২'

[বিধি ৪৮(২) দ্রষ্টব্য]

নির্বাচনী এজেন্টের হলফনামা

আমি .... (নাম) .... (ঠিকানা); .... জেলার .... উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান/সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব/বেগম আমি .... পিতা/স্বামী .... এর নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। আমি শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধচিত্তে) এইমর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে, নির্বাচন চলাকালীন সময়ে অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল ব্যয় (প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত), প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা জামানত এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী এবং সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীর সহিত প্রদত্ত প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়ের বিবরণী সম্পর্কে আমি যে সকল তথ্য দিয়াছি এবং উক্ত ব্যক্তিগত ব্যয়ের বিবরণীর সহিত যে সকল ভাউচার ও বিল এবং অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ দাখিল করিয়াছি তাহা প্রার্থী কর্তৃক আমার নিকট সরবরাহ করা হইয়াছে।

৩। নির্বাচন ব্যয়ের বিবরণীতে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং উক্ত বিবরণীর সহিত দাখিলকৃত সকল ভাউচার, বিল ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ ঃ ....

....
নির্বাচনী এজেন্টের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

জনাব/বেগম .... ঠিকানা .... কে যিনি জনাব/বেগম .... ঠিকানা .... কর্তৃক সনাক্ত হইয়া অদ্য .... তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধচিত্তে) উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

....
ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক এর স্বাক্ষর

'দ্বিতীয় তফসিল'

[বিধি ১৬(১) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য প্রতীকসমূহের তালিকা ঃ

১। উড়োজাহাজ
২। গরুর গাড়ী
৩। চাকা
৪। ছাতা
৫। দেওয়াল ঘড়ি
৬। বাই-সাইকেল
৭। মই
৮। মাছ
৯। মোড়গ
১০। মোমবাতি

'তৃতীয় তফসিল'

[বিধি ১৬(১) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য প্রতীকসমূহের তালিকা ঃ

১। আনারস
২। কলসী
৩। টেবিল
৪। তারকা
৫। দোয়াত-কলম
৬। পদ্মফুল
৭। প্রজাপতি
৮। হাতপাখা
৯। হারিকেন
১০। হাঁস

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বদিউর রহমান
সচিব।

উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৯৯

প্রথম ভাগ
প্রারম্ভিক

১। বিধিমালার নাম
২। সংজ্ঞা
৩। নির্বাচন কমিশনের সাধারণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা

দ্বিতীয় ভাগ
নির্বাচন

৪। মহিলা সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ
৫। চেয়ারম্যান নির্বাচনের ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার
৬। মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার
৭। রিটার্নিং অফিসার
৮। চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোট কেন্দ্র ও ভোট কক্ষ
৯। প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ
১০। ভোটার তালিকা সরবরাহ
১১। চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যদের জন্য নির্বাচন তফসিল
১২। মনোনয়নপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি
১৩। মনোনয়ন
১৪। জামানত
১৫। জামানত ফেরত বা বাজেয়াপ্তি
১৬। নির্বাচনী প্রতীক
১৭। বাছাই
১৮। মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল
১৯। বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ
২০। প্রার্থিতা প্রত্যাহার
২১। ভোট গ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু
২২। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন
২৩। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন
২৪। ব্যালটের মাধ্যমে ভোট
২৫। নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ
২৬। পোলিং এজেন্ট নিয়োগ
২৭। ভোট গ্রহণের সময়সূচী
২৮। ব্যালট বাক্স
২৯। ব্যালট পেপার ফরম
৩০। মূলতবী ভোট গ্রহণ
৩১। ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ
৩২। ভোট কেন্দ্রে শৃঙ্খলা রক্ষা
৩৩। ক্যানভাস করা

৩৪। চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনে ভোটদান পদ্ধতি

৩৫। আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার

৩৬। নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার

৩৭। ভোট গ্রহণের সময় শেষ হওয়ার পর ভোটদান

৩৮। ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পর করণীয়

৩৯। ভোট গণনা এবং মোড়কে রক্ষণীয় কাগজপত্র

৪০। চেয়ারম্যান নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরণ ও ঘোষণা

৪১। মহিলা সদস্য নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরণ ও ঘোষণা

৪২। ফলাফল প্রকাশ

৪৩। দলিলপত্র সংরক্ষণ

৪৪। দলিলাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রদান

৪৫। কাগজপত্রের ব্যবস্থাপনা

তৃতীয় ভাগ

নির্বাচনী ব্যয়

৪৬। নির্বাচনী ব্যয়ের সংজ্ঞা

৪৭। সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় এবং উৎসের বিবরণী

৪৮। নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা

৪৯। নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী দাখিল

চতুর্থ ভাগ

নির্বাচনী বিরোধ

৫০। নির্বাচনী দরখাস্ত

৫১। নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষগণ

৫২। নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ

৫৩। নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপীল বদলীকরণের ক্ষমতা

৫৪। দরখাস্ত পেশকরণ পদ্ধতি

৫৫। প্রতিকার

৫৬। দরখাস্ত স্বাক্ষর ও সত্যায়ন

৫৭। ট্রাইব্যুনালের অনুসরণীয় পদ্ধতি

৫৮। ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা

৫৯। দরখাস্ত বিচার করা

৬০। নির্বাচন আপীল দায়ের এবং আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ইত্যাদি

৬১। নির্বাচনী দরখাস্ত প্রত্যাহার ও বাতিল

৬২। খরচ

পঞ্চম ভাগ

অপরাধ, দণ্ড এবং পদ্ধতি

৬৩। দুর্নীতিমূলক আচরণ

৬৪। বেআইনী আচরণ

৬৫। উৎকোচ

৬৬। ছদ্মবেশ ধারণ

৬৭। অসংগত প্রভাব

৬৮। সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ

৬৯। ভোট কেন্দ্রে বা উহার নিকটে ক্যানভাস করা নিষিদ্ধ

৭০। ভোট কেন্দ্রের নিকট উচ্ছৃঙ্খল আচরণ

৭১। কাগজপত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা

৭২। ভোট গ্রহণের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ

৭৩। গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতা

৭৪। সরকারী কর্মচারীগণ প্রার্থীগণের পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করিবেন না

৭৫। নির্বাচন সম্পর্কিত সরকারী কর্তব্য লঙ্ঘন

৭৬। সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার

৭৭। কতিপয় পরিস্থিতিতে পুলিশের ক্ষমতা

৭৮। কতিপয় মামলার মেয়াদ

ষষ্ঠ ভাগ

বিবিধ

৭৯। অসুবিধা দূরীকরণ

৮০। ফরম ইত্যাদি সংশোধনসহ মুদ্রণ

প্রথম তফসিল

ফরমসমূহ

দ্বিতীয় তফসিল

চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের নির্বাচনী প্রতীক

তৃতীয় তফসিল

মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের নির্বাচনী প্রতীক

মোঃ আবদুল করিম সরকার, (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।